ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

গৌরবের ৭২ তম বছর

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-336 ■ 5 September, 2026 ■ আগরতলা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১৮ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইওএস-০৫ সফল উৎক্ষেপণ

গোটা মহাকাশ ব্যবস্থায় ভারতের সক্ষমতা আরও বাড়ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র আরও এক সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার ভোরে জিএসএলভি-এফ১৭ রকেটের মাধ্যমে ইওএস-০৫ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সাফল্য ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, জিএসএলভি-এফ১৭-এর মাধ্যমে ইওএস-০৫-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ, উদ্ভাবন এবং ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার প্রতিফলন। এটি জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথ থেকে ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মোদি আরও বলেন, ইসরো এবং ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব দেশের মহাকাশ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করছে। এর ফলে গোটা মহাকাশ ব্যবস্থায় ভারতের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুক্রবার ভোর ২টা ৫৫ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে জিএসএলভি-এফ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ হয়। উৎক্ষেপণের পর ইওএস-০৫-কে নির্ধারিত সাব-জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপন করা হয়।

ইসরোর চেয়ারম্যান ড. ভি. নারায়ণন মিশনের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, জিএসএলভি-এফ১৭ অত্যন্ত নির্ভুলতার সঙ্গে উন্নত আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইটটিকে নির্ধারিত কক্ষপথে স্থাপন করেছে। মিশন ডিরেক্টর থমাস কুরিয়ান এই সাফল্যকে জিএসএলভি কর্মসূচির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, এটি জিএসএলভি-এর ১৯তম উড্ডয়ন। এই অভিযানে বিশেষভাবে তৈরি এমন একটি আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে, যা প্রায় রিয়েল-টাইমে ছবি সরবরাহ করতে সক্ষম।

কুরিয়ান জানান, ইওএস-০৫ হল জিএসএলভি-এর মাধ্যমে জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট বা সাব-জিটিও-তে স্থাপন করা সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত দলের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে তিনি জানান।

ইওএস-০৫ মিশনের মাধ্যমে ভারতের পৃথিবী পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতা থেকে উপগ্রহটি ভারতের উপর নিয়মিত নজরদারি চালাতে পারবে। উন্নত ইমেজিং ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণমূলক কাজে এই উপগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। জিএসএলভি-এফ১৭

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দুই দফায় বাস্তবায়নের আশ্বাস শাহের

চলতি মাসেই জমির অধিকার সংক্রান্ত নথি মিলতে পারে

নয়াদিল্লি/আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার জনজাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দুই দফায় বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি জমির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি চলতি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এগিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে প্রায় ৯০ মিনিট ধরে এই বৈঠক চলে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা, তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন, ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বার্থের সুরক্ষা এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় জমির অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে অমিত শাহ আশ্বাস দেন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে। এর পাশাপাশি চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় জমির অধিকার সংক্রান্ত নথি বা 'ল্যান্ড রিট' প্রদানের বিষয়েও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। চলতি মাসেই এই প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি হতে পারে বলে জানা গেছে।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা ও দাবি রয়েছে। ফলে শুক্রবারের এই বৈঠককে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে ত্রিপুরায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমঝোতা নিয়েও জল্পনা রয়েছে।

এদিকে, সূত্রের খবর,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দফা দাবিতে বিলোনিয়ায় যুব কংগ্রেসের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে শুক্রবার বিলোনিয়ায় ৬ ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল জেলা যুব কংগ্রেস।

জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে রাজ্যের নিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বহু যোগ্য যুবক-যুবতী দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত নিয়োগের পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

গণঅবস্থান থেকে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মূলত তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলি হল রাজ্যের সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পুনরায় পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা। টেট ১-২ উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের অবিলম্বে নিয়োগ প্রদান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন জঙ্গিদের সড়ক-রেল অবরোধে দুর্ভোগ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠনগুলির ডাকা ৭২ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচির জেরে শুক্রবার ফের ব্যাহত হল ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ভোর থেকেই বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। এর জেরে আসাম---আগরতলা জাতীয় সড়কসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পাশাপাশি চন্দ্রপুর আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনালেও (আইএসবিটি) বাস ও জিপ পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

শুক্রবার ভোরে বড়মুড়া চন্দ্র সাধুপাড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। নিজেদের দাবির সমর্থনে সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকায় একাধিক জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

অবরোধের কারণে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী গাড়ি, পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে। ফলে একদিকে যেমন সাধারণ যাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ে, তেমনই পণ্য পরিবহণ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিদিন ত্রিপুরা ও বহিরাজ্যের মধ্যে বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচল করে। তাই দীর্ঘ সময় অবরোধ চললে রাজ্যের সঙ্গে বহিরাজ্যের সড়ক যোগাযোগ এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রভাব পড়ার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ সংরক্ষণে পরিত্যাক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা পুর নিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দুর্গা চৌমুহানি নিউ স্টার ক্লাবের পেছনে অবস্থিত জলাশয়ের উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর শুক্রবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটর তথা সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, জলাশয়টির সংস্কার ও উন্নয়ন করা হলে একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে, অন্যদিকে ভবিষ্যতে এটিকে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক জলাশয়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকলয়ে যমদূত !

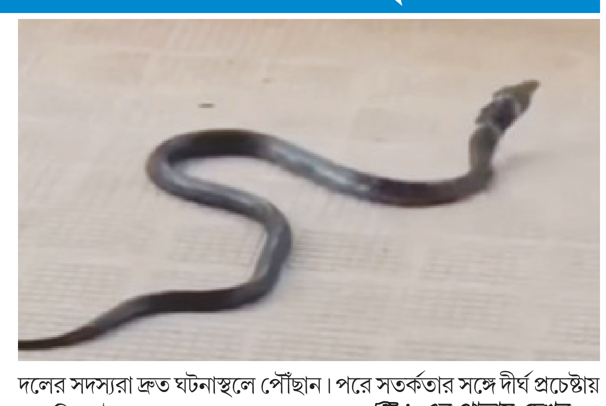

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ।। কমলপুরের লাম্বু এলাকায় হঠাৎই দেখা মিলল বিশাল আকৃতির বিষধর কিং কোবরার। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সাপটিকে দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বহু উৎসুক মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় কিং কোবরার উপস্থিতির খবর পেয়ে সাপ উদ্ধারকারী দলকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে সতর্কতার সঙ্গে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সাপটিকে উদ্ধার করা হয়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি দিশেহারা জনতা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ।। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগাতার মূল্যবৃদ্ধিতে চাপে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের। আয় তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে বাড়লেও বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্রুত বাড়ছে। ফলে নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারগুলিকে সংসারের খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

কাঁঠালিয়ার বিভিন্ন বাজার ও গ্রামীণ হাটে ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ভোজ্যতেল, মশলা-সহ দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রীর দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। মাসের শুরুতে যে অর্থে একটি পরিবারের বেশ কিছুদিনের বাজার হয়ে যেত, একই পরিমাণ অর্থে এখন তুলনামূলকভাবে কম সামগ্রী কিনতে হচ্ছে বলে দাবি ক্রেতাদের।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে। বাইরে থেকে পণ্য রাজ্যে আসার পথে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব খুচরা বাজারেও পড়ে। তবে পরিবহন ও সরবরাহ ব্যয়ের অজুহাতে খুচরা বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

ক্রেতাদের একাংশের প্রশ্ন, উৎপাদক থেকে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছনোর দীর্ঘ সরবরাহ শৃঙ্খলে কোথায় কতটা অতিরিক্ত মুনাফা যুক্ত হচ্ছে, সেই বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কি না। পাশাপাশি বাজারে মূল্যতালিকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। রাস্তা সংস্কার না হলে আগামী দিনে ভোট বয়কটের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিলেন জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চরমপাই পাড়া ও মথুলা-সর্দার পাড়ার একাংশের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা অবস্থায় পড়ে থাকা যাতায়াতের রাস্তা বর্ষা নামতেই আরও বেহাল হয়ে পড়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে রাস্তার সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট মহলের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি। বর্ষা শুরু হতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির জল জমে তৈরি হয়েছে কাদা ও বড় বড় গর্ত। ফলে প্রতিদিন চরম ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক ব্যক্তি, কর্মজীবী মানুষ থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগীদেরও যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াত করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। অনেক ক্ষেত্রেই কাদা মাড়িয়ে ও গর্ত এড়িয়ে চলাচল করতে হচ্ছে পথচারীদের ।গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে রাস্তার সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কাঁচা রাস্তা কাদায় পরিণত হওয়ায় যানবাহন চলাচলও কঠিন হয়ে পড়ে।

এদিকে, রাস্তার এই দুরবস্থা নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি ভোট বয়কটের পথেও হাঁটতে পারেন তাঁরা ।মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন বেহাল দশা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয়, স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসন কত দ্রুত পদক্ষেপ করে।

মুদির দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। সিসিটিভির তার ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে একটি মুদি সামগ্রীর পাইকারি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খোয়াইয়ের পহরমুড়া বৈদ্যনাথ চৌমুনী এলাকায়।

জানা গেছে, পহরমুড়া বৈদ্যনাথ চৌমুনী এলাকার মুদি সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসায়ী সাগর পাল প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে নির্ধারিত সময়ে দোকান বন্ধ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৫সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
১৮ ভাদ্র, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সিন্ধু জলচুক্তি চাপে পাকিস্তান

সিন্ধু জলচুক্তি নিয়া নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের   রায় ভারত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিবার পর পাকিস্তান তীব্র চাপে পড়িয়াছে এবং ভারতের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার আহ্বান জানাইয়াছে। গত ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক আদালত সর্বসম্মতভাবে রায় দেয় যে, ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তিটি পুরোপুরি কার্যকর রহিয়াছে এবং ভারতের একতরফাভাবে এই চুক্তি স্থগিত বা বাতিল করিবার কোনো আইনি বৈধতা নাই। তবে, ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক কড়া ভাষায় এই আদালতকে 'অবৈধভাবে গঠিত' বলিয়া অভিহিত করে এর এক্তিয়ার এবং রায় সরাসরি খারিজ করিয়া দিয়াছে।ভারতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ২০২৬ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত তার রায়ে জানায় যে ভারত চুক্তি মানিতে বাধ্য এবং জম্মু-কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীতে ভারতের নির্মীয়মাণ রাতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধের দেওয়াল ও পাওয়ার ইনটেকের নির্মাণকাজ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার ওপর বাড়াইতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আদালতের রায় আসার সাথে সাথেই ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সাফ জানাইয়া দেয়, 'এই তথাকথিত সালিশি আদালতের ভারতের সার্বভৌম সিদ্ধান্তের ওপর মন্তব্য করিবার কোনো এক্তিয়ার নাই।'ভারতের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকিবে এবং তাহিরা কোনোভাবেই পাকিস্তানের জন্য জল ছাড়িবে না। ভারতের এই কঠোর অবস্থানের ফলে পাকিস্তানের কৃষিপ্রধান পাঞ্জাব ও সিন্ধ প্রদেশে তীব্র জলসংকট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে ভারত সম্পূর্ণ 'পাত্তা না দেওয়ায়' পাকিস্তান এখন ব্যাকফুটে। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তাহির আনদ্রাবি জানাইয়াছেন যে তাহারা ১৯৬০ সালের চুক্তির কাঠামোর মধ্যেই ভারতের সঙ্গে 'গঠনমূলক আলোচনা' চাইছেন, যাহাতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায়।

আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত সোমবার রায় ঘোষণার পরেই পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নয়াদিল্লি। পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝিয়া তাই এ বার সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসিয়া সিন্ধু জলচুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের আবেদন জানাইল ইসলামাবাদ।বুধবার পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি বলেন, "আমরা ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তির পরিকাঠামোর অধীনে গঠনমূলক আলোচনা চাইতেছি। আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত জানাইয়াছে, 'দু'দেশের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি পুরোপুরি কার্যকর রহিয়াছে', তাই আমরা বিষয়টি নিয়া আলোচনা চাই। পাকিস্তান চুক্তিটি 'অক্ষরে অক্ষরে এবং চেতনায়' বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি ভারতকে মানিয়া চলিতে হইবে বলিয়া সোমবার রায় দিয়াছিল নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত। রায়ে বলা হয়, দু'দেশের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি পুরোপুরি কার্যকর রহিয়াছে। কারণ বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি একতরফা ভাবে বাতিল বা স্থগিত করিবার কোনও ক্ষমতা ভারতের নাই।আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের ওই রায় ঘোষণার পরেই পত্রপাঠ তাহা খারিজ করিয়াছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, "আদালতের রায়ের কোনও প্রভাব ভারত সরকারের পদক্ষেপের উপর পড়িবে না। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখা হইবে।" আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত একজন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ২০২৭ সালের জুলাইয়ের মধ্যে হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সিন্ধু জলচুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তাহা যাচাই করিবার কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও খারিজ করিয়াছে ভারত। এমনকি, আন্তর্জাতিক ওই আদালতের বৈধতা নিয়াই প্রশ্ন তুলিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার বলিয়াছে, "অবৈধ ভাবে গঠিত ওই সংস্থার কথার কোনও মূল্য নাই।"গত বছর এপ্রিলে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ করিয়াছিল ভারত সরকার। তাহার মধ্যে অন্যতম ছিল সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত রাখা। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির মধ্যে পূর্বমুখী শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতীর জল ভারতের প্রাপ্য। পশ্চিমমুখী সিন্ধু, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার জলে পাকিস্তানের অধিকার রহিয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী কৃষি বা পানীয় জলের প্রকল্পে পশ্চিমমুখী নদীগুলির জল ভারত ব্যবহার করিতে না পারিলেও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু কিশনগঙ্গা এবং রতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়িয়া ভারত জল আটকাইয়া দিতেছে বলিয়া ২০১৬ সালে দ্য হেগে অভিযোগ করিয়াছিল পাকিস্তান। কিন্তু সে সময়েও আদালতের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিবার কথা জানাইয়াছিল ভারত।

জন্মাষ্টমীতে উষা বাজার ভারতরত্ন ক্লাবে মেগা রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: জন্মাষ্টমী তিথিকে কেন্দ্র করে সামাজিক কর্মসূচি ও দুর্গাপূজার প্রস্তুতিতে উৎসবমুখর হয়ে উঠল উষা বাজার ভারতরত্ন ক্লাব প্রাঙ্গণ। জন্মাষ্টমীর দিন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক মেগা রক্তদান শিবির। একই অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয় চলতি বছরের দুর্গাপূজার থিম 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগর'।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। রক্তদান শিবিরের প্রশংসা করে তিনি বলেন, উৎসবের দিনে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে রক্তদানের মতো মহৎ সামাজিক কাজে এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উষা বাজার ভারতরত্ন ক্লাব প্রতি বছরই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এদিন রক্তদান শিবিরে ক্লাবের সদস্য, স্থানীয় বাসিন্দা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবের আবহে রক্তদানের মাধ্যমে মানবিকতার বার্তা তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা।

অন্যদিকে, এদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনা হয় এবারের দুর্গাপূজার থিম 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগর'। ক্লাব কর্মকর্তারা জানান, দ্বাপর যুগের পৌরাণিক দ্বারকা নগরীর পরিবেশ, স্থাপত্য ও কাহিনিকে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরাই এবারের মূল লক্ষ্য। পুরাণের বিভিন্ন উপাদানকে আধুনিক শিল্পভাবনার সঙ্গে মেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

জন্মাষ্টমীর পবিত্র তিথিতে একদিকে রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা, অন্যদিকে দুর্গাপূজার থিম উন্মোচনদুই আয়োজনকে ঘিরে উষা বাজার ভারতরত্ন ক্লাব প্রাঙ্গণে ছিল উৎসবের আমেজ।

মনন গঠন; ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ

শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু
ভারতের রাষ্ট্রপতি

শিক্ষকরাই মানুষের ভাগ্য গড়ে দেন। এই শিক্ষক দিবসে, সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি সেইসব শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আমাদের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর জীবনে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন।

আমরা সবাই জানি যে, ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন চেয়েছিলেন তাঁর জন্মদিনটি যেন 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বুদ্ধিজীবী, প্রখ্যাত লেখক ও বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক; তবুও শিক্ষক হিসেবে নিজের ভূমিকাটিকেই তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মানুষ তাঁকে বিজ্ঞানী নাকি রাষ্ট্রপতিকোন পরিচয়ে বেশি মনে রাখবে বলে তিনি মনে করেন। ড. কালাম উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি শিক্ষক হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান।

যাঁদের দক্ষতা ও চরিত্র তাঁদের শ্রদ্ধেয় করে তোলেসেইসব শিক্ষক এবং তাঁদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থীরা সর্বদা আমাদের আদর্শ হয়ে থেকেছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে বলা হয়েছে যে, শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের নিজেদের সন্তানের মতো ভালোবাসা, সবার প্রতি সমান ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা, শিক্ষার্থীদের ওপর মেজাজ না হারানো, ধৈর্যশীল থাকা, শিক্ষার্থীদের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের শেখার ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠদান করা। শিক্ষকদের প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই প্রায় তিন সহস্রাব্দ আগে তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'শিক্ষাবল্লী' অংশে সেই কালজয়ী বার্তাটি দেওয়া হয়েছিল 'আচার্যদেব ভব' (অর্থাৎ, আচার্য বা শিক্ষককে দেবতার মতো সম্মান করো)। অনেক জ্ঞানী ও স্নেহময় শিক্ষকের সান্নিধ্য ও নির্দেশনা পাওয়া আমার পরম সৌভাগ্য। অনেক সময় স্কুলের সময়ের পরেও শিক্ষকরা তাঁদের বাড়িতে আমাদের পড়াতেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে আমাদের দেখাশোনা করতেন। সপ্তম শ্রেণি পাস করার পর, উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রামের বাইরে পা রাখা প্রথম মেয়েটি ছিলাম আমিই। পরবর্তীকালে ভুবনেশ্বরে পড়াশোনার সময়ও আমি আমার শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা ও উৎসাহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমি এখানে বিনম্রচিত্তে আমার শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করছি, কারণ তাঁদের কাহিনি এক গভীর সত্যকে তুলে ধরে: একজন স্নেহশীল ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক শিক্ষার্থীর অন্তরে অসীম সম্ভাবনা ও অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারেন। সেই উৎসাহে বলীয়ান হয়ে শিক্ষার্থীরা জীবনের কঠিনতম চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সাহস এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। শিক্ষকরা কেবল পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদানই করেন না; বরং নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁরা শিক্ষার্থীদের এমন সব শিল্প ও দক্ষতা শেখান, যা একটি সার্থক জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। একজন শিক্ষক কেবল পথপ্রদর্শকই নন, বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের যাত্রায় তিনি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু এবং সহযাত্রীও বটে। একজন ভালো শিক্ষকের গুণাবলি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে যে ধারণা চলে আসছে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বহু শতাব্দী আগে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে মহাকবি কালিদাস লিখেছিলেন যে, ভালো শিক্ষক তিনিই, যিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং সেই জ্ঞান কার্যকরভাবে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার সক্ষমতাও রাখেন। একটি সুপরিচিত সংস্কৃত বচনে বলা হয়েছে: 'সর্বত্র বিজয়মিচ্ছেৎ, শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়মঅর্থাৎ মানুষ সব ক্ষেত্রেই জয়ী হতে চায়, কিন্তু নিজের শিষ্যের কাছে সে পরাজয়ই কামনা করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটানো, তাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলা, প্রশ্ন করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করা, তাদের যুক্তি ও বিচারক্ষমতাকে শাণিত করা এবং তাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করাশিক্ষাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ দিকগুলোর মধ্যে এগুলো অন্যতম। একমাত্র এ ধরনের অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা সফল উদ্যোক্তা, মেধাবী বিজ্ঞানী, সৃজনশীল শিল্পী এবং এমন সব নাগরিকের প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারব, যারা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়; এটি একটি ব্রত। এটি নিছক কোনো চাকরি বা জীবিকার চেয়েও বেশি কিছু; এটি মানবতাকে গড়ে তোলার এক পবিত্র কাজ। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঠিক পথের দিশা দেখানোর এক মহৎ দায়িত্ব।

শিক্ষকতার দিনগুলোর স্মৃতি আমাকে এক বিশেষ পরিতৃপ্তি দেয়। আমি ওড়িশার রাইরংপুরের 'শ্রী অরবিন্দ ইন্টিগ্রাল স্কুল'-এ শিশুদের পড়াতাম। বিভিন্ন বিষয় শেখানোর পাশাপাশি, শিশুদের সঙ্গীত পরিবেশনা, খেলাধুলা এবং নাটকের প্রস্তুতির কাজেও আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতাম। আজও স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি এবং সেই অনুষ্ঠানগুলোতে শিশুদের আনন্দ ও উদ্দীপনার কথা মনে পড়লে আমি দারুণ পুলক অনুভব করি। শিক্ষার্থীদের নিয়ে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে পিকনিকে যাওয়া এবং খেলাধুলা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের পশুপাখি ও গাছপালার জগতের সাথে পরিচিত করানোর মধ্যেও আমি গভীর তৃপ্তি ও সার্থকতা খুঁজে পেতাম।

স্কুল ছাড়ার বহু বছর পরেও আমার শিক্ষার্থীরা আমাকে তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়। অনেক শিক্ষার্থীর নাম তো বটেই, এমনকি আদর করে তাদের যে ডাকনামে আমরা ডাকতাম, সেগুলোও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি যাদের পড়িয়েছি, তাদের কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমার বিশ্বাস, শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও কৌতূহল থেকেও শিক্ষকরা অনেক কিছু শিখতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার কার্যকালের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে অবস্থিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে সময় কাটিয়েছি এবং তাদের পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছি। শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করা এবং তাদের চিন্তাভাবনা ও ধারণাগুলো বোঝার ব্যাপারে আমি সবসময়ই আগ্রহী। তারা যা কিছু ভাগ করে নেয়, তা আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকে।

প্রায় এগারো বছর আগে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে একটি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সন্তান এবং যেসব শিশু তাদের বাবা-মাকে হারিয়েছে, তারা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। শিশুদের সাথে দেখা করতে আমি মাঝেমধ্যেই সেখানে যাই। এ বছর ২০শে জুন, আমার জন্মদিনে শিশুদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিও আমার সাথে স্কুলটি পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর সাথে সাক্ষাতের সেই অসাধারণ অভিজ্ঞতা তাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক চিরস্থায়ী উৎস হয়ে থাকবে। ওই শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে দেখা আমাকে এক বিশেষ সার্থকতা ও তৃপ্তির অনুভূতি দেয়। শিক্ষা প্রদানের কাজটি কেবল শিক্ষকদের দায়িত্ব নয়। যাঁরা নিজেদের আচরণ ও সাফল্যের মাধ্যমে শিশুদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠেন, তাঁরাও শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার এক মূল্যবান উৎস। সন্তানদের পড়াশোনার জন্য পাঠানোর সময় অভিভাবকরা শিক্ষকদের ওপর গভীর আস্থা রাখেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষকরা শিশুদের নিজেদের সন্তানের মতোই দেখবেন এবং তাদের নিরাপত্তা ও বিকাশের বিষয়ে সর্বোচ্চ যত্নবান হবেন। অর্পিত এই পবিত্র আস্থার মর্যাদা রক্ষা করা প্রতিটি শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব। একজন শিক্ষকের মনোভাব ও আচরণ এমন হওয়া উচিত নয় যা শিশুদের মনে ভয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে, তাদের মনোবল ভেঙে দেয় বা তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা জাগিয়ে তোলে। ভালো শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের তাদের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সহায়তা করেন।

শিক্ষার্থীদের সুমানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পথে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া শিক্ষকদের এক পবিত্র কর্তব্য। যে শিক্ষার্থীরা চিন্তায় ও কর্মে নৈতিকতা বজায় রেখে সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জন করে, তারাই একজন শিক্ষকের সাফল্যের জীবন্ত নিদর্শন। সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে মূল ভিত্তি করে আমাদের দেশ একটি উন্নত জাতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অবিচল গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই যাত্রাপথে আমি চাই আমাদের শিক্ষকরা এমন সব প্রজন্ম গড়ে তুলুন যারা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করবে; যাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে এবং যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করবে; যারা 'অন্ত্যোদয়'-এর আদর্শকে সমুন্নত রাখবে; যারা পরিবেশ ও সকল জীবের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে; যারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হবে এবং যারা 'দেশ সবার আগে'এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবে। প্রতিটি নাগরিকের কাছে আমার আহ্বান: আমাদের নিবেদিতপ্রাণ ও আন্তরিক শিক্ষকদের সর্বদা সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রাখুন। আমি একান্তভাবে কামনা করি যে, আমাদের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের অবদানে ভারত নিরন্তর জ্ঞানার্জনের পথে এগিয়ে চলুক এবং বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদানের পথে অগ্রগামী হোক।

গিরিশ মহাপাত্রের আড়ালে উত্তমকুমার

পরিচিত উত্তম কুমারকেই ১৯৭৭-এর "সব্যসাচী" ছবিতে দেখা যায় একেবারে অন্য অবয়বেবিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিকের চরিত্রে, আর সেই চরিত্রেরই এক পর্যায়ে "গিরিশ মহাপাত্রের" ছদ্মবেশ

সৈকত নিয়োগী

উত্তমকুমার বাঙালির কাছে এক পূর্ণ নায়ক। স্বাধীনতা ও দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের উদ্বাস্তু জীবন, দাঙ্গা, ছিন্নমূল অস্তিত্বের অন্ধকার পেরিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে যে নায়ক-ইমেজ তৈরি হয়েছিল, তার কেন্দ্রে ছিলেন উত্তমকুমার। প্রেমিক, স্বামী, নাগরিক যুবক, বিষণ্ণ পুরুষবিভিন্ন ভূমিকায় নির্মিত তাঁর নায়কসত্তা দর্শকের মনে প্রায় স্বতন্ত্র এক পরিচয় তৈরি করেছিল। সেই পরিচিত উত্তমকুমারকেই ১৯৭৭- এর 'সব্যসাচী' ছবিতে দেখা যায় একেবারে অন্য অবয়বেবিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিকের চরিত্রে, আর সেই চরিত্রেরই এক পর্যায়ে 'গিরিশ মহাপাত্রের' ছদ্মবেশ। রোগা, রুগ্ন, কাশিতে জর্জরিত, বিচিত্র সাজসজ্জার এক মানুষ। পরিচিত মহানায়কের চেহারা থেকে এত দূরে এই রূপান্তরই চরিত্রটির অভিনয়গত তাৎপর্যকে বিশেষ করে তোলে।

পীযূষ বোস পরিচালিত 'সব্যসাচী' সিনেমা কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' অবলম্বনে নির্মিত। ১৯৭৭ সালের ২১ জানুয়ারি কলকাতার মিত্র ও প্রিয়া প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির মুক্তি। উষা ফিল্মসের প্রযোজনায় নির্মিত সাদা-কালো এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেছিলেন বিজয় ঘোষ, সম্পাদনায় ছিলেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে সূর্য চট্টোপাধ্যায়। ছবির সংগীত পরিচালনায় ছিলেন উত্তমকুমার নিজেই, সঙ্গে ছিলেন নিদান বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ সব্যসাচী উত্তম কুমারের অভিনয়জীবনের পাশাপাশি তাঁর সংগীত-সত্তারও একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। ছবিটির কেন্দ্রে সব্যসাচী মল্লিক ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী, 'পথের দাবী' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চোখে এক দুর্ধর্ষ পলাতক। শিক্ষিত, মেধাবী, সাহসী এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের পরিচয় বদলে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই মানুষটির বিরুদ্ধে পুলিশের লড়াই তাই কেবল অস্ত্রের নয়, বুদ্ধিরও। সব্যসাচীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুমিত্রা — রোজ, অপূর্ব, ভারতী, ব্রজেন্দ্র এবং পুলিশ আধিকারিক নিমাই রায়ের মতো চরিত্র। সুপ্রিয়া দেবী অভিনয় করেছেন 'রোজ' এবং সুমিত্রার ভূমিকায়, কিরণ লাহিড়ী অপূর্ব, বিকাশ রায় নিমাই রায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রর চরিত্রে। তরুণ কুমারও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের গল্প । ১৯২৭ সালে উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করেছিল ঊ রাষ্ট্রের চোখে তার রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল বিপজ্জনক। সেই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ যখন ১৯৭৭ সালে পর্দায় আসে, তখন তার ঐতিহাসিক পটভূমি বিপ্লবী রোমান্টিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ততা জনমানসে সঞ্চার করে জাতীয়তাবোধ। সব্যসাচী চরিত্র সেই ইতিহাসকে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের ভাষায় পুনর্নির্মাণ করে।

কিন্তু এই বৃহত্তর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিসরের মধ্যেও গিরিশ মহাপাত্রের পর্বটি আলাদা করে চোখে পড়ে। কারণ এখানে বিপ্লবী সব্যসাচীকে পর্দায় দেখা যায় নিজের সম্পূর্ণ বিপরীত এক পরিচয়ে। সময়ের বিচারে ফিরে যেতে হয় ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতে। উত্তমকুমার সম্পর্কে দর্শকের যাবতীয় চেনা ধারণার বিপরীতে দাঁড়ানো এই চরিত্রের অভিনয়গত তাৎপর্য এখানেই। গিরিশকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে বাঙালির চেতনার আলেখ্য নায়ক উত্তমকুমারকে নিজের তৈরি নায়ক- ভাবমূর্তি আড়াল করতে হয়েছে।

অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন, গোপন সংগঠন, পুলিশের নজরদারি ও রাষ্ট্রের দমননীতির মধ্যে আত্মগোপন ছিল সংগ্রামের অপরিহার্য কৌশল। সব্যসাচী সেই বিপ্লবী চেতনার প্রতিনিধিশুধু সাহসী নন, মেধাবী, বিচক্ষণ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের পরিচয় বদলে নিতে সক্ষম। ফলে গিরিশ মহাপাত্র নিছক ছদ্মবেশ নয়, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চোখকে বিভ্রান্ত করার এক বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। যে মানুষটিকে পুলিশ খুঁজছে, তার চেহারা যদি বিপজ্জনক হয়, তবে নিজেকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত করে তোলাই নিরাপদ।

গিরিশ সেই কৌশলের ফলসাধারণ হয়ে ওঠার এক কঠিন অভিনয়। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদেই প্রথম প্রতারণাটি সম্পূর্ণ হয়। রোগা শরীরের সঙ্গে অদ্ভুত সাজ, বাহারি পোশাক, তেলমাখা চুল, বেমানান জিনিসপত্র, হাতে বিশেষ ধরনের বেতসব মিলিয়ে এমন এক অবয়ব, যার সঙ্গে শিক্ষিত, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিপ্লবী সব্যসাচীর কোনও দৃশ্যমান মিল নেই। উত্তমকুমার এই রূপান্তরকে মেকআপে সীমাবদ্ধ রাখেননি। শরীরের ভঙ্গি, হাঁটার গতি, বসার ধরন, কাশির ছন্দসবকিছুর ভিতর তিনি গিরিশের অসুস্থতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পরিচিত ঋজু শরীরী ভাষা ভেঙে গিয়ে নায়কোচিত শরীরই হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশের উপকরণ। কিন্তু রূপান্তরের সবচেয়ে সূক্ষ্ম জায়গাটি তাঁর চোখে। গিরিশের শরীর দুর্বল, কিন্তু দৃষ্টি নয়। মুখে নির্বিষতা, আচরণে অসহায়তা, অথচ দৃষ্টির গভীরে এক অস্বাভাবিক স্থিরতা। শরৎচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনায় গিরিশের চোখ যে গুরুত্ব পায়, উত্তমকুমার সেই চোখকে সরাসরি 'বিপ্লবীর চোখ' করে তোলেননি। বরং সেখানে রেখেছেন সামান্য রহস্যযা দর্শককে বুঝিয়ে দেয়, এই মানুষটি যা দেখাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি কিছু। এই সংযমই অভিনয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে।

গিরিশ মহাপাত্রের ক্ষেত্রে উত্তম কুমারের অভিনয় মূলত অভিনয়ের ভিতর অভিনয়। তিনি অভিনয় করছেন সব্যসাচীকে, আর সব্যসাচী অভিনয় করছেন গিরিশকে। এই দ্বিস্তরীয় চরিত্রায়ণে সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল অতিরঞ্জন। সব্যসাচীর বুদ্ধি যদি অতিরিক্ত প্রকাশ পেত, ছদ্মবেশ ভেঙে যেত ঊ আবার গিরিশকে অতিরিক্ত নির্বোধ করলে চরিত্রটি কৃত্রিম হয়ে উঠত। উত্তমকুমার দুই প্রান্তের মাঝখানে এমন একটি ভারসাম্য তৈরি করেন, যেখানে গিরিশ একই সঙ্গে সাধারণ এবং রহস্যময়, দুর্বল এবং নিয়ন্ত্রিত।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর্বগুলিতে এই অভিনয় বিশেষ তাৎপর্য পায়। গিরিশের সঙ্গে পুলিশের আচরণ মূলত তাঁর বাহ্যিক পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। তল্লাশিতে পাওয়া তুচ্ছ ও অদ্ভুত জিনিসপত্র, তাঁর কথাবার্তা এবং অসুস্থ শরীর তাঁকে সম্ভাব্য বিপ্লবীর চেয়ে বরং এক বিচিত্র সাধারণ মানুষ হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করে। নিমাই রায়ের মতো অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকের সন্দেহও সেই বাহ্যিকতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দুর্বল হয়। রাষ্ট্র যে মানুষটিকে খুঁজছে, তার সঙ্গে গিরিশের কোনও দৃশ্যমান মিল নেইএই অমিলই শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশের সাফল্য। এখানে উত্তম কুমারের কৌতুকবোধও গুরুত্বপূর্ণ। গিরিশকে দেখে দর্শকের হাসি পায়, কিন্তু সেই হাসির আড়ালে থেকে যায় অস্বস্তি। কারণ দর্শক জানে, এই হাস্যকর মানুষটির পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর সামনে অপেক্ষা করছে বিপজ্জনক পরিণতি। ফলে চরিত্রটি যত নির্বিষ মনে হয়, তার অন্তর্গত বিপ্লবী সত্তা ততই তীব্র হয়ে ওঠে। এই দ্বৈত অনুভূতিই গিরিশকে নিছক কৌতুকচরিত্রের সীমা অতিক্রম করায়।

গিরিশ চরিত্রে উত্তম কুমারের সবচেয়ে বড় প্রদর্শন আত্ম সংযম। সাধারণত জনপ্রিয় নায়ক পর্দায় নিজের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উত্তম কুমার ঠিক তার বিপরীত কাজ করেছেন। নিজের তারকা-সত্তাকে তিনি চরিত্রের আড়ালে সরিয়ে দিয়েছেন। দর্শক তাঁর মুখ চিনেও তাঁকে যেন নতুন করে চিনতে বাধ্য হয়। যে মুখে দর্শক প্রেমিককে চিনত, সেই মুখে তিনি বিপ্লবীর ছদ্মবেশ বসিয়েছেন । যে শরীর পৌরুষের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেই শরীরকে করেছেন রুগ্ন, যে কণ্ঠে ছিল নায়কের দৃঢ়তা, সেখানে এনেছেন অসুস্থতার ভার।

এই অভিনয়ের মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, যখন ছবির অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সব্যসাচীর সম্পর্কটি বিবেচনা করা যায়। সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত আবেগের নয়; বিপ্লবী আদর্শেরও। অপূর্ব ও ভারতীর মতো চরিত্রদের সামনে তিনি একদিকে পথপ্রদর্শক, অন্যদিকে রহস্যময় উপস্থিতি। আর নিমাই রায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন দুই বুদ্ধির সংঘর্ষএকদিকে রাষ্ট্রের অনুসন্ধানী চোখ, অন্যদিকে আত্মগোপনের অসাধারণ কৌশল। এই দ্বন্দ্বের ভিতরেই গিরিশের ছদ্মবেশের তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়। সব্যসাচী ও গিরিশের এই দ্বৈততার মধ্যেই উত্তমকুমারের অভিনয়-দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরা পড়ে। সব্যসাচী হলেন প্রকাশিত শক্তি, গিরিশ সেই শক্তির গোপন রূপ। একজনকে দেখে শত্রু সতর্ক হবে, অন্যজনকে দেখে শত্রু হাসবে। কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামে প্রকাশ্য বীরত্বের পাশাপাশি অদৃশ্য থাকার ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উত্তমকুমার সেই অদৃশ্য বীরত্বকে কোনও বক্তৃতা বা নাটকীয় ভঙ্গিতে নয়, শরীরী সংযম, আচরণ এবং দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় প্রকাশ করেছেন।

এই কারণেই সব্যসাচী ছবির গুরুত্ব শুধু শরৎচন্দ্রের একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ হিসেবে নয়। এটি উত্তম কুমারের তারকা-ইমেজের বিরুদ্ধেও এক অভিনয়-পরীক্ষা। পীযূষ বোসের পরিচালনায় নির্মিত এই সাদা-কালো চলচ্চিত্রে মহানায়ককে এমন এক চরিত্রে দেখা যায়, যেখানে তাঁর পরিচিত নায়কোচিত আভা গল্পের ভিতরেই লুকিয়ে রাখতে হয়। তাঁর পাশে সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, কিরণ লাহিড়ী প্রমুখের অভিনয় ছবিটির চরিত্রজগতকে পূর্ণতা দেয়।

শেষ পর্যন্ত গিরিশ মহাপাত্রের মধ্যে দুটি মুখ পাশাপাশি থাকেবাইরে এক অদ্ভুত, রুগ্ন, হাস্যকর মানুষ; ভিতরে এক মেধাবী, সংযত বিপ্লবী সব্যসাচী। আর এই দুইয়ের মাঝখানে উত্তম কুমারের অভিনয়। তিনি চরিত্রটিকে নায়কোচিত করে তোলেননি, নায়কত্বকে লুকিয়ে রেখেছেন। অযাচিতভাবে এখানে তিনি অতিরঞ্জিত বীরত্ব দেখাননি, বীরত্ব অনুভব করিয়েছেন। স্বাভাবিকতার ভিতর রহস্য তৈরি করেছেন। গিরিশ মহাপাত্র চরিত্রে তাই তারকা উত্তম দ্রবীভূত হয়ে, অভিনেতা উত্তম সামনে আসে। পরিচিত মুখ অপরিচিত হয়ে ওঠে। সব্যসাচী যেমন স্বাধীনতার জন্য নিজের পরিচয় আড়াল করেন, উত্তম কুমারও চরিত্রের জন্য নিজের তারকা- পরিচয় আড়াল করেছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

4-09-26.pmd 1 05-09-2026, 00:55

মেয়র দীপক মজুমদার শুক্রবার উষাবাজারে ভারতরত্ন সংঘের পুজোর থিম উদ্বোধন করেন। ছবি নিজস্ব

‘যন্তর মন্তরের পর বিজেপি ব্যাকফুটে’ সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): যন্তর মন্তরে ছাত্রদের আন্দোলনের পর বিজেপি ‘ব্যাকফুটে’ চলে গিয়েছে বলে দাবি করলেন সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি। তাঁর দাবি, আন্দোলনের প্রতীকী সাফল্য এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে, যা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক হবে।

শুক্রবার সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেবি বলেন, যন্তর মন্তরে ছাত্রদের আন্দোলনের সাফল্যের কারণে বিজেপি বড় ধাক্কা খেয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহারের বিষয়ে সরকার সম্মত হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। কিন্তু পরে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে বলে অভিযোগ তাঁর।

বেবি বলেন, এরপর ছাত্র সংগঠনগুলি ৫ সেপ্টেম্বর ফের আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেয়। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চায়। পরে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর বাতিলের নির্দেশ দিলে ৫ সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবিত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় সিজেপি। এই ঘটনাকেই বিজেপির ‘পিছিয়ে পড়ার’ প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন বেবি।

তিনি আরও বলেন, বিহারের বাঁকিপুরে বিজেপির পরাজয়ও দলের জন্য বড় ধাক্কা। এই আসনটি আগে বিজেপির সভাপতি নিতিন নবীন প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বেবির দাবি, “মানুষ বিজেপি ও কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আরএসএসের ফ্যাসিবাদী কৌশল কাজ করবে না। ছাত্র ও যুবসমাজ ঘোষণা করেছে যে তারা ভয় পায় না। ফলে দেশে একটি নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।”

এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে, এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সিপিআই(এম) নেতা। তিনি এই পরিসংখ্যানকে ‘কারসাজি করা হিসাব’ বলে দাবি করেন।

বেবির অভিযোগ, জিডিপি বৃদ্ধির হার যেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রাক্তন অর্থসচিবসহ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। রঘুরাম রাজনের মতো অর্থনীতিবিদরাও এই পরিসংখ্যানের ‘ফাঁপা দিক’ তুলে ধরেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, পরিসংখ্যান দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব, কিন্তু কীভাবে সেই পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হচ্ছে সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিযোগ, জিডিপি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে যে ‘অসাধারণ বৃদ্ধির হার’ দেখানো হচ্ছে, তা আসলে কারসাজি করা হিসাব।

এদিকে, সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর বৈঠক নিয়মিত দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলে জানান বেবি। তাঁর কথায়, গত সংসদ অধিবেশন কার্যত ভেস্তে গিয়েছিল। বিরোধীরা যে বিষয়গুলি সংসদে তুলতে চেয়েছিল, শাসকদল সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়নি ।বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শাসকদলের নির্দিষ্ট কিছু এজেন্ডা থাকতে পারে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে বলেও জানান তিনি। পলিটব্যুরোর বৈঠকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় দলের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক।

নেপালের বন্যাদুর্গতদের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদান এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) : নেপালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিলেন মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেন হুয়াং। নেপালের রাসুয়া জেলায় ভোতেকোশি নদীর অববাহিকায় সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য এই অর্থ প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে।

এক ভিডিও বার্তায় হুয়াংকে ধন্যবাদ জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, তাঁর এই অনুদানের ফলে প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে মোট অনুদানের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন নেপালি রুপি, অর্থাৎ প্রায় ৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ওয়াগলে বলেন, “নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়ার জন্য জেনসেন হুয়াংকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর এই বড়সড় অনুদান অন্যদেরও এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করি।”

এদিকে, নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ পরিস্থিতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাসুয়ার বিধ্বংসী বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,২৫৯ হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এখনও ৫,০৫৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

গত সপ্তাহে ভয়াবহ বন্যার পর থেকেই নেপাল বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে ত্রাণ ও অন্যান্য সহায়তা পাচ্ছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে জানান, বন্যার প্রথম দিন থেকেই প্রতিবেশী ভারত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত ভারত পাঁচ দফায় মোট ৭৪ টন ত্রাণ ও উদ্ধার সামগ্রী নেপালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধারকাজে বিশেষজ্ঞ দলও মোতায়েন করা হয়েছে।

চীন নেপালকে ৩০ কোটি নেপালি রুপি এবং ৫০ টন ত্রাণসামগ্রী দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৩০টি বেইলি ব্রিজ দেওয়ার জন্যও চীনের কাছে অনুরোধ করেছে নেপাল সরকার।

পাকিস্তান ৮৬ টন ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা ১ মিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশও ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫ লক্ষ ডলার, অস্ট্রেলিয়া ১ মিলিয়ন ডলার নগদ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বিশেষজ্ঞ ও ড্রোন অপারেটরসহ একটি দলও নেপালে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইতিমধ্যে ৮৩ টন প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী দিয়েছে এবং সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাতারও ৪০ টন ত্রাণসামগ্রী দিয়েছে।

যুক্তরাজ্য ৫ মিলিয়ন পাউন্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২ মিলিয়ন ইউরো, সুইজারল্যান্ড ১ মিলিয়ন ডলার, ডেনমার্ক ৩.৫ মিলিয়ন ড্যানিশ ক্রোনার, জার্মানি ২ মিলিয়ন ডলার এবং আয়ারল্যান্ড ৫ লক্ষ ইউরো সহায়তার ঘোষণা করেছে। এছাড়া চেক প্রজাতন্ত্র ২৫ লক্ষ চেক ক্রোনার এবং নরওয়ে ১২.৭ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার সহায়তার কথা জানিয়েছে।

ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২০০টি পরিবারের জন্য জরুরি ত্রাণসামগ্রী দিয়েছে। লুক্সেমবার্গ ও লাটভিয়াও ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করেছে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংক ১৬৭ মিলিয়ন ডলার স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান এবং ১.৫ লক্ষ ডলার কারিগরি সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছে।

গঙ্গা-সহ একাধিক নদীর জল বাড়ায় বিহারে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, প্লাবিত নতুন এলাকা

পাটনা, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): গঙ্গা-সহ একাধিক প্রধান নদীর জলস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় শুক্রবার আরও অবনতি হল বিহারের বন্যা পরিস্থিতির। গঙ্গা, গণ্ডক, পুনপুন ও দরধা নদীর জল বাড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

জলসম্পদ দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার রাতের মধ্যেই পাটনার গান্ধী ঘাট এবং মোকামার হাতিদহে গঙ্গার জল সর্বোচ্চ বন্যাস্তর ছাড়িয়ে যেতে পারে।

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ভোজপুর, পাটনা, সারন, বৈশালী, নালন্দা, বেগুসরাই, লখিসরাই ও জেহানাবাদ জেলার নদীতীরবর্তী এবং নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলেছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পাটনায় দীঘায় গঙ্গার জল বিপদসীমার ১.১৭ মিটার ওপরে বইছে। গান্ধী ঘাটে জলস্তর বিপদসীমার ১.৬৭ মিটার এবং হাতিদহে ১.৩২ মিটার ওপরে রয়েছে। শ্রীপালপুরে পুনপুন নদীর জল বিপদসীমার ২.২৯ মিটার ওপরে এবং কোলহাচকে দরধা নদীর জল ৩.০৭ মিটার ওপরে রয়েছে।

ভাগলপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গার জলস্তর ১৫ সেন্টিমিটার বেড়েছে। এর ফলে নাথনগর, নওগাছিয়া ও পীরপৈন্তির দিয়ারা এলাকায় ফের বন্যার জল ঢুকেছে। বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, দাঁড়িয়ে থাকা ফসল এবং পশুখাদ্য জলের তলায় চলে গিয়েছে।

খাগাড়িয়া জেলার পরিস্থিতিও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সেখানে গঙ্গার জল বিপদসীমার ১.০১ মিটার ওপরে বইছে। পাশাপাশি কোসি, বাগমতী ও বুড়ি গণ্ডক নদীর জলও বিপদসীমার অনেক ওপরে থাকায় আরও বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রাঘোপুরে একটি রেললাইনের কাছে ব্যাপক ভাঙন ও মাটি বসে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। নদীর পার্শ্ববর্তী বাঁধ প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় গঙ্গার মূল স্রোত রেললাইনের অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে। এর ফলে রেললাইনের আশপাশের প্রায় ২ থেকে ৩ কিলোমিটার এলাকা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

মুঙ্গেরে গত ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গার জলস্তর ৩৬ সেন্টিমিটার বেড়েছে। মধেপুরা জেলার আলমনগর ও চৌসা ব্লকে বন্যায় প্রায় এক লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। উদ্ধার ও ত্রাণকাজের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩৫টি নৌকা মোতায়েন করা হয়েছে।

বাঁকা জেলায় বারসাভা গ্রামের কাছে নির্মীয়মাণ একটি সেতুর জন্য তৈরি ডাইভারশন রোড মিরচনি নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছে। সাহারসা জেলারও একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

বন্যার জেরে একাধিক জেলায় সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। পশ্চিম চম্পারণে যোগাপট্টি-ছোটা চৌমুখা-সিসওয়া মঙ্গলপুর সড়কে যান চলাচল কার্যত বন্ধ। ওই সড়কের উপর দিয়ে ২ থেকে ৩ ফুট উচ্চতায় জল বইছে।

সমস্তিপুরে প্রায় দুই ডজন গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং একাধিক গ্রামীণ রাস্তা জলের তলায় চলে গিয়েছে। পাটনার কচ্চি দরগাহ-বিদুপুর ছয় লেনের সেতুতেও যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

বৈশালীর রাঘোপুর ব্লকের সবকটি পঞ্চায়েতই বন্যার কবলে পড়েছে। প্রায় ২০টি পঞ্চায়েতের সঙ্গে মূল সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ত্রাণ পৌঁছনো এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অলৌকিক উদ্ধার! নেপালের ত্রিশূলী-৩এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত উদ্ধার দুই কর্মী

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নেপালের বিধ্বংসী বন্যার নয় দিন পর ত্রিশূলী-৩এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত উদ্ধার হলেন দুই কর্মী। শুক্রবার উদ্ধারকারী দল সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে তাঁদের জীবিত অবস্থায় বের করে আনে। এই ঘটনায় সুড়ঙ্গের ভিতরে এখনও অন্য কেউ আটকে থাকতে পারেন বলে নতুন করে আশার আলো দেখছেন উদ্ধারকারীরা।

গত সপ্তাহে ত্রিশূলী নদী উপত্যকায় ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়। নদীর গতিপথের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই বিপর্যয়ের নয় দিন পর ত্রিশূলী-৩এ প্রকল্পে কর্মরত দুই ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করা হল।

জ্বালানি, জলসম্পদ ও সেচমন্ত্রীর সচিবালয় জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দু’জন হলেন কাঠমান্ডুর বাসিন্দা ৪৫ বছর বয়সি কবীর মহার্জন এবং সপ্তরী জেলার ৩০ বছর বয়সি সঞ্জয় সাহ। কবীর আপার ত্রিশূলী-৩এ-এর হাইড্রোপাওয়ার অটোমেশন প্রকল্পের সুপারভাইজার এবং সঞ্জয় ফোরম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু’জনকেই হেলিকপ্টারে করে কাঠমান্ডু নিয়ে যাওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে।

শুক্রবার প্রথমে সঞ্জয় সাহকে উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকারী দল কবীর মহার্জনকেও জীবিত অবস্থায় বের করে আনে।

এর আগে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে মানুষের আওয়াজ শুনতে পান উদ্ধারকারীরা। এরপর ভিতরে আটকে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। আওয়াজ পাওয়ার পর নেপাল আর্মি ও আর্মড পুলিশ ফোর্স উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, উদ্ধারকারীরা সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আশ্বস্ত করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে তাঁদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হন উদ্ধারকারীরা।

গত ২৬ আগস্ট ত্রিশূলী নদীর উপত্যকা দিয়ে প্রবল আকস্মিক বন্যা বয়ে যায়। জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বিপর্যয়ে অন্তত ১,২৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫,০৫৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

বন্যায় ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আপার ত্রিশূলী-৩এ প্রকল্প-সহ একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর থেকেই সুড়ঙ্গ ও অন্যান্য স্থাপনায় কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খুঁজে দেখতে দুর্গম পরিস্থিতির মধ্যেও তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা।

মন্ত্রীর সচিবালয় জানিয়েছে, নেপাল আর্মি ও আর্মড পুলিশ ফোর্সের যৌথ দলের সঙ্গে চিনা বিশেষজ্ঞরাও উদ্ধার অভিযানে রয়েছেন। সুড়ঙ্গ পরিষ্কার করে ভিতরে পৌঁছনোর জন্য পাঁচটি এক্সকাভেটর, কম্প্রেসর ও ব্রেকার ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি সুড়ঙ্গে ড্রিলিং ও হোলিংয়ের কাজও দ্রুতগতিতে চালানো হচ্ছে।

উদ্ধারকারীরা সুড়ঙ্গের ভিতরে একটি বড় পাথরের চাঁইয়ের সন্ধান পান। সেটি সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথরটি অপসারণ করা হয়। এরপরই উদ্ধার অভিযান আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ত্রিশূলী ও ভোতেকোশি নদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ বন্যার কারণে ওই অঞ্চলের পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বন্যার পর থেকে বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদকদের সংগঠন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানিয়েছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত প্রায় ৯৪৫ জনের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ত্রিশূলী-৩এ সুড়ঙ্গ থেকে দুই কর্মীর জীবিত উদ্ধারের ঘটনা নিখোঁজদের সন্ধানে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার ফুকেট-দিল্লি বিমানে বিপত্তি: পাইলটের মাদক পরীক্ষায় ‘নন-নেগেটিভ’, ডিজিসিএকে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে মাঝ আকাশে উচ্চতা ওঠানামার ঘটনার পর বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ডের শরীরে সাইকোঅ্যাকটিভ বা মনঃপ্রভাবক পদার্থের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় বিষয়টিকে গুরুতর উদ্বেগের বলে উল্লেখ করেছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো। শুক্রবার প্রকাশিত প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ঘটনার পর নিশ্চিতকরণ পরীক্ষার ফল সামনে আসার পর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন-কে সুপারিশ করেছে এএআইবি। একই সঙ্গে বিমানের প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য দিক নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত এখনও চলছে বলে জানানো হয়েছে ।রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লিতে অবতরণের পর দুই পাইলটেরই পোস্ট-ফ্লাইট মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের ব্রেথালাইজার পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক ছিল। তবে সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থ শনাক্তকরণ পরীক্ষায় পাইলট-ইন-কমান্ডের নমুনা ‘নন-নেগেটিভ’ আসে। অন্যদিকে কো-পাইলটের নমুনা নেগেটিভ ছিল ।এএআইবি জানিয়েছে, প্রথম পরীক্ষায় পাইলট-ইন-কমান্ডের নমুনা নন-নেগেটিভ আসার পর দুই পাইলটের রক্তের নমুনা নিশ্চিতকরণ পরীক্ষার জন্য প্যাথলজি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। সেখানেও পাইলট-ইন-কমান্ডের নমুনা নন-নেগেটিভ পাওয়া যায়। কো-পাইলটের নমুনা দুই পরীক্ষাতেই নেগেটিভ ছিল ।এদিকে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। ঘটনার পর সংস্থাটি তাদের সমস্ত পাইলটের স্বেচ্ছামূলক পরীক্ষা শুরু করেছে। এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যাত্রী ও বিমান চলাচলের নিরাপত্তাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নিরাপত্তা, কর্মক্ষমতার উপযুক্ততা বা নিয়ন্ত্রক বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সংস্থার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি রয়েছে ।তবে এএআইবি-এর প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফুকেটে বিমানের প্রি-ফ্লাইট পরিদর্শনের সময় কোনও ত্রুটি ধরা পড়েনি। শুধুমাত্র আগে থেকেই কার্যকর থাকা একটি এমইএল শ্রেণিভুক্ত আইটেম ছিল। দুই পাইলটও তাঁদের ওয়াক-অ্যারাউন্ড পরিদর্শনের সময় কোনও অসঙ্গতির কথা জানাননি ।এআই-২৩৭৯ হিসেবে পরিচালিত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটিতে ওই সময় মোট ১৪৫ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৩৭ জন যাত্রী, ছয়জন কেবিন ক্রু এবং দুইজন পাইলট ছিলেন ।রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, ঘটনায় অন্তত ২০ জন যাত্রী ও চারজন ক্রু সদস্য আহত হন। বিমানের মূল ক্ষতি হয় ওভারহেড স্টোরেজ বিন এবং সিলিং প্যানেলে ।গত ৪ আগস্ট ওড়িশার আকাশসীমার উপর দিয়ে ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতায় ক্রুজিংয়ের সময় বিমানটির তিনটি হাইড্রোলিক সিস্টেমই বিকল হয়ে যায়। নির্ধারিত উচ্চতা থেকে বিমানটি প্রথমে ৩৭২ ফুট উপরে উঠে যায়, এরপর ২৯২ ফুট নিচে নেমে যায়। এই আকস্মিক উচ্চতা পরিবর্তনের ঘটনাকেই ‘অল্টিটিউড আপসেট’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।এএআইবি জানিয়েছে, ঘটনার প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সব দিক খতিয়ে দেখে বিস্তারিত তদন্ত চালানো হচ্ছে।

পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।

সংঘাত থেকে সম্প্রীতির পথে নতুন অধ্যায় খুলেছে কার্বি শান্তি চুক্তি: অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ঐতিহাসিক কার্বি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দিনটি স্মরণ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, এই চুক্তি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে এবং কার্বি আংলংয়ে শান্তি ও উন্নয়নের নতুন যুগের সূচনা করেছে ।শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী সম্প্রীতির পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কার্বি শান্তি চুক্তি ছিল একটি ায়ক পদক্ষেপ। একই সঙ্গে অসমের ভৌগোলিক অখণ্ডতার সঙ্গে আপস না করেই কার্বি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ও দাবিগুলির সমাধানের পথ তৈরি করেছে এই চুক্তি ।তিনি বলেন, “আজ আমরা ঐতিহাসিক কার্বি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দিনটি স্মরণ করছি। এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা অসমের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চিরতরে বদলে দিয়েছে এবং সংঘাতের পাতা উল্টে স্থায়ী সম্প্রীতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।”

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, চুক্তির ফলে কার্বি আংলংয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন, উপজাতি কল্যাণমূলক বিশেষ কর্মসূচি, যুবসমাজের জন্য নতুন সুযোগ, শিল্প-সংস্কৃতি এবং স্থানীয় উদ্যোগপতিদের জন্য সম্ভাবনার দরজা খুলেছে।

তিনি আরও বলেন, কার্বি আংলং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। শান্তি ও ঐক্যের যে চেতনা এই চুক্তিকে সম্ভব করেছে, তাকে সম্মান জানিয়ে তিনি বলেন, সংলাপের মাধ্যমে কীভাবে একটি শক্তিশালী ভবিষ্যৎ তৈরি করা যায়, কার্বি শান্তি চুক্তি তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

কার্বি আংলংয়ের মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় ও অধিকার সুরক্ষিত রেখে এই অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণে অসম সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে কেন্দ্র, অসম সরকার এবং একাধিক কার্বি সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐতিহাসিক কার্বি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই সংগঠনগুলির মধ্যে কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীও ছিল ।কার্বি আংলং অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলা সশস্ত্র আন্দোলন ও হিংসার প্রেক্ষাপটে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে সশস্ত্র সংগঠনগুলির ক্যাডারদের পুনর্বাসন ও পুনর্বিন্যাস, কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অঞ্চলের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হয় ।প্রাক্তন সশস্ত্র ক্যাডারদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং পাহাড়ি জেলাগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি করাই ছিল এই চুক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। চুক্তির পর বিভিন্ন কার্বি সশস্ত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শত শত ক্যাডার অস্ত্র সমর্পণ করে শান্তি প্রক্রিয়ায় যোগ দেন। দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া সংলাপ ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধানের ক্ষেত্রে কার্বি শান্তি চুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 05-09-2026, 01:14

কাজের সন্ধান

পাওয়ারগ্রিডে চাকরির লক্ষ্যে পরীক্ষা ছাড়াই এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। পাওয়ারগ্রিডে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, আইটিআই, বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, সারা দেশ থেকে পাওয়ারগ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে দেশের সব কয়টি রিজিওনে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে সহস্রাধিক হলেও নর্থ-ইস্ট জোনে রয়েছে ২৭০টি। জোন, বিভাগ ও ট্রেড অনুযায়ী তার বিশদ বিভাজন রয়েছে। বিস্তারিত জানতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাবে ক্লিক করে। মোট শূন্যপদের মধ্যে অবশ্যই এসসি'র জন্য ১০ শতাংশ, এসটি'র জন্য ৯ শতাংশ, ওবিসি'র জন্য ২৭ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৪ শতাংশ, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪.৫ শতাংশ এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রয়েছে। অবশিষ্ট পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। রাজ্যওয়ারি শূন্যপদের বিভাজন, অরুনাচল প্রদেশের ক্ষেত্রে মোট ৫টি, এসটি-র জন্য ২টি সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ৩টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ডিপ্লোমা সিভিল ২টি, গ্র্যাজুয়েট ইলেকট্রিক্যাল ২টি এবং গ্র্যাজুয়েট সিভিল ১টি। আসামের ক্ষেত্রে মোট ১২টি, এসসি-র জন্য ১টি, এসটি-র জন্য ২টি, ওবিসি-র জন্য ২টি সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ৭টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল ৫টি, ডিপ্লোমা সিভিল ২টি, গ্র্যাজুয়েট ইলেকট্রিক্যাল ৩টি এবং আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান ২টি। মনিপুরের ক্ষেত্রে মোট ৩টি, এসটি-র জন্য ১টি, অবশিষ্ট ২টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল ২টি এবং আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান ১টি। মেঘালয়ের ক্ষেত্রে মোট ১টি, এটি অসংরক্ষিত। এটি ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল। মিজোরামের ক্ষেত্রে মোট ১টি, এটি অসংরক্ষিত। এটি ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল। নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে মোট ২টি, এসটি-র জন্য ১টি সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ১টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ডিপ্লোমা সিভিল ১টি, ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল ১টি। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মোট ২টি, এসটি-র জন্য ১টি সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ১টি অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল ১টি, আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান ১টি। আরও বিস্তারিত বিভাজনের জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

পাওয়ারগ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে চাকরির জন্য এধরনের এপ্রেন্টিস ট্রেনার-এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এর এন-ই রিজিওনে এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১০-০৯-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনইএসএইচ/ এইচআর/ এপ্রেন্টিসশীপ/ ২০২৬-২৭/ ০১। তারিখ ২১ আগস্ট, ২০২৬ ইং।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন বা ফ্যাক্টরি অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রেল দপ্তরে ৪,০২৯ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেলওয়েতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ৪,০২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা/ বিই/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিটেক/ পিজিডিসিএ ... পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপার, কেমিক্যাল এন্ড মেটালারজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪,০২৯ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৭-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৪,০২৯টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ৬২৪টি, এসটি'র জন্য ৩৬৩টি, ওবিসি'র জন্য ৯১৩টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৩৯৪টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১,৬৯৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৯৩টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ৩৮৭টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — পোস্ট - এ ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ীরিং, মেকানিক্যাল, এস এন্ড টি, সিগন্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, ডিজাইন, মিলরাইট, ওয়ার্কশপ, ডিজেল মেকানিক্যাল, ব্রিজ, এস্টিমেশন, ডিপু মেটেরিয়াল সুপার। এর মধ্যে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতিএবং ওবিসিভুক্ত প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিতও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু শূন্যপদ। এর মধ্যে আবার রিজিওন বা জোনভিত্তিক বিভাজনও রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিজিক্স ও কেমিস্ট্রি সহ দ্বিতীয় বিভাগে বিএসসি পাশ হতে হবে।

এপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীরা উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনের যোগ্য। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। সব ক'টি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ ১৮ থেকে ৩৩ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ ৭ম বেতন কমিশন মোতাবেক লেভেল-৬ অনুযায়ী প্রাথমিক বেতন প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৪/ ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এম.ও (আই.টি.বি.পি),**
শূন্যপদ ঃ ২৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.বি.বি.এস, এম.এস ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (পাওয়ারগ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ২৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, আইটিআই, বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (আই.আই.আই.টি, আগরতলা),**
শূন্যপদ ঃ ১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কম্পিউটার সায়েন্স বা আই.টি নিয়ে এম.ফিল, পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,৪২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,৫৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ ি বস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ২০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পরীক্ষা ছাড়াই ভারতীয় রেলে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০,০০০টি হলেও পূর্ব উপকূলীয় রেলওয়ের জন্য ১,৫৯৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। বাছাইকৃতদের লিখিত ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের জন্য হেড কোর্য়াটার, ডিভিশন বা ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি সেক্টরের জন্য দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৫-০৯-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ই.কো.আর/ পার্স/ আরআরসি/ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস/ ২০২৬-২৭, তারিখ ২১ আগস্ট, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ইস্ট কোস্ট রেলওয়েতে ক্যারেজ রিপেয়ার, মাঞ্চেশ্বর, ভূবনেশ্বর ডিভিশনে ২৫০টি। এর মধ্যে ৯৬টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪১টি তফশিলি জাতি, ২০টি তফশিলি উপজাতি, ৬৮টি ওবিসি এবং ২৫টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৮টি, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৬টি সংরক্ষিত। আর.জি.ডি.এ ডিভিশনে ২৯২টি। এর মধ্যে ১১৪টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪৫টি তফশিলি জাতি, ২১টি তফশিলি উপজাতি, ৮০টি ওবিসি এবং ৩২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৯টি, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৭টি সংরক্ষিত। খুরদা রোড ডিভিশনে ৭৭৩টি। এর মধ্যে ৩১২টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১১৮টি তফশিলি জাতি, ৫৭টি তফশিলি উপজাতি, ২০৯টি ওবিসি এবং ৭৭টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ২৫টি, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ২২টি সংরক্ষিত। সম্বলপুর ডিভিশনে ২৬২টি। এর মধ্যে ১০৪টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪৩টি তফশিলি জাতি, ১৬টি তফশিলি উপজাতি, ৭১টি ওবিসি এবং ২৮টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৮টি, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৭টি সংরক্ষিত। হেড কোয়ার্টার, ভূবনেশ্বরে ২২টি। এর মধ্যে ৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি তফশিলি জাতি, ২টি তফশিলি উপজাতি, ৭টি ওবিসি এবং ২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন ও ওয়ার্কশপে শূন্যপদের সংখ্যা বিস্তারিত দেখতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ৬ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২,৪৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **ম্যানেজার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.টি.বি.পি-তে **এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.বি.বি.এস, এম.এস ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ারগ্রিডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, আইটিআই, বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.আই.আই,টি, আগরতলায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কম্পিউটার সায়েন্স বা আই.টি নিয়ে এম.ফিল, পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৪০২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১,৪২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১,৫৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কেরলে তদন্তের পরিধি বাড়াচ্ছে সতীশন সরকার নজরে বিজয়ন জমানার একের পর এক সিদ্ধান্ত

তিরুবনন্তপুরম, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কেরলের নতুন ভি.ডি. সতীশন সরকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সরকারের আমলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ধারাবাহিক তদন্ত শুরু করেছে। একের পর এক নতুন তদন্তের ফলে বিজয়ন সরকারের প্রায় এক দশকের শাসনকাল এখন কার্যত সরকারি তদন্তের আওতায় আসছে।

লিওনেল মেসি ও আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের কেরল সফর ঘিরে কথিত আর্থিক অনিয়ম এবং কেরল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-র পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত দিয়ে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা এবার আলাপ্পুঝায় পুলিশের কথিত অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং আরও কয়েকটি আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এরই মধ্যে ব্লিচিং পাউডার কেনাকাটায় কথিত অনিয়ম এবং রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা 'ঔষধি'-তে ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে নতুন করে ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক দিন আগে ঘোষিত এই তদন্তগুলির গুরুত্ব শুধু পৃথক অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিভিন্ন দফতর এবং বিজয়ন সরকারের আমলে নেওয়া সিদ্ধান্ত ঘিরে ধারাবাহিকভাবে তদন্ত শুরু হওয়ায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রবণতা স্পষ্ট হচ্ছে।

কেরল মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রায় ৭.৩২ কোটি টাকার ব্লিচিং পাউডার কেনাকাটায় কথিত অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে ভিজিল্যান্স বিভাগ। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ঔষধিতে প্রায় ২.৪ কোটি টাকার ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগও তদন্ত করা হবে।

এর আগে থেকেই বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর বিষয়ে তদন্ত চলছে। ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি এবং আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের প্রস্তাবিত কেরল সফর ঘিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করছে এডিজিপি পি. বিজয়নের নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি।

পাশাপাশি পিএসসি-র পরীক্ষা ব্যবস্থায় কথিত অনিয়ম খতিয়ে দেখতে আরেকটি এসআইটি কাজ করছে। আলাপ্পুঝায় পুলিশের কথিত অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগও পৃথক একটি তদন্তকারী দল খতিয়ে দেখছে।

এছাড়া আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম এবং এরনাকুলাম জেলার বার মালিকদের কাছ থেকে আবগারি দফতরের আধিকারিকরা মাসিক টাকা আদায় করতেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়েও ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

নতুন এই তদন্তগুলির সঙ্গে ২০১৬ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মিলও টানা হচ্ছে। সে সময় পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম জোট বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন ওমেন চাণ্ডি সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল।

ক্ষমতায় এসে বিজয়ন সরকারের অন্যতম প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল নির্বাচনের আগে শেষ কয়েক মাসে নেওয়া মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখা। সেই সিদ্ধান্তগুলিকে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

তবে পরবর্তী সময়ে সেই তদন্ত ও পর্যালোচনা থেকে রাজনৈতিক প্রচারে যে ব্যাপক পরিবর্তন বা প্রশাসনিক হিসাবনিকাশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

প্রায় এক দশক পর এবার পরিস্থিতি যেন উল্টে গেছে। বিজয়ন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সতীশন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিজয়ন জমানার বিভিন্ন অভিযোগকে নতুন করে তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে। একের পর এক এসআইটি ও ভিজিল্যান্স তদন্তের মাধ্যমে সেই সময়কার সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে এই তদন্তগুলির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কোনও অনিয়ম বা দুর্নীতি প্রমাণিত হবে কি না, তা তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করবে। রাজনৈতিকভাবে অবশ্য নতুন তদন্তগুলির বার্তা স্পষ্ট। পিনারাই বিজয়নের দীর্ঘ শাসনকালকে ধারাবাহিকভাবে নজরদারির আওতায় রাখতে চাইছে সতীশন সরকার। প্রতিটি নতুন তদন্ত সেই রাজনৈতিক বার্তাকেই আরও জোরালো করছে।

শ্রীনগর বিমানবন্দরে পার্কিংয়ের সময় খুঁটিতে ধাক্কা ইন্ডিগোর বিমানের নিরাপদ যাত্রী-ক্রু

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পার্কিংয়ের সময় ভিজ্যুয়াল ডকিং গাইডেন্স সিস্টেম-এর একটি খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগল ইন্ডিগোর একটি বিমানের। তবে বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদে রয়েছেন। ঘটনায় কোনও আঘাতের খবর নেই।বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা জানান, শুক্রবার সকালে নবি মুম্বই থেকে শ্রীনগরগামী ইন্ডিগোর ৬ই২২৫ বিমানটি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত বে নম্বর ৬-এ নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় সকাল ৯টা ২ মিনিটে-এর খুঁটির সংস্পর্শে আসে।বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বিমানের সব যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদে রয়েছেন। কোনও আঘাতের ঘটনা ঘটেনি। পরে ম্যানুয়াল বিমানের সিঁড়ি ব্যবহার করে যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়।

ঘটনার কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হচ্ছে না বলেও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।এদিকে ঘটনার পরও শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বিমান ওঠানামা করছে।শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২৪টি বিমান ছাড়ে। আগমন-সহ মোট দৈনিক বিমান চলাচলের সংখ্যা সাধারণত প্রায় ৪০ থেকে ৬০-এর মধ্যে থাকে। ইন্ডিগো ছাড়াও এয়ার ইন্ডিয়া, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, স্পাইসজেট এবং আকাসা এয়ার নিয়মিত পরিষেবা পরিচালনা করে।শ্রীনগর থেকে নয়াদিল্লি অন্যতম ব্যস্ত বিমানপথ। এছাড়া জম্মু, মুম্বই, চণ্ডীগড়, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং অমৃতসর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ রয়েছে।

ইতালির দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় মেলোনিকে মোদির অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ইতালির যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার নজির গড়ায় ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে শুক্রবার অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী দিনগুলিতে মেলোনির আরও সাফল্য কামনা করার পাশাপাশি দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে অভিনন্দন। ইতালির যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। এই মাইলফলক ইতালির মানুষের তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।"

মোদি আরও বলেন, ভারত-ইতালি বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মেলোনির বন্ধুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দুই দেশের মানুষের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগামী দিনেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় জানান তিনি।

উল্লেখ্য, জর্জিয়া মেলোনির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকোনির সরকারের মেয়াদকে ছাড়িয়ে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সরকারে পরিণত হয়েছে। ২০২২ সালের ২২ অক্টোবর ইতালির প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেলোনি। শুক্রবার তাঁর সরকারের ১,৪১৩ দিন পূর্ণ হয়।

এর আগে জুলাই মাসে ভারতের দীর্ঘতম সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মেলোনি। সে সময় তিনিও দুই দেশের মধ্যে নতুন সুযোগ তৈরি করতে মোদির সঙ্গে একযোগে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মেলোনি তাঁর বার্তায় মোদিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন। পাশাপাশি রোমে তাঁদের সাম্প্রতিক সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে ভবিষ্যৎমুখী বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দুই দেশের মানুষ ও দেশের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

গত মে মাসে দু'দিনের সরকারি সফরে ইতালি গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সফরকালে তিনি মেলোনি এবং ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেল্লার সঙ্গে বৈঠক করেন। মোদি-মেলোনি বৈঠকে ভারত-ইতালি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দুই নেতা উচ্চপর্যায়ের পারস্পরিক সফরে তৈরি হওয়া 'শক্তিশালী গতি'কে স্বাগত জানান। বহুপাক্ষিক সম্মেলনের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক এবং মন্ত্রী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নিয়মিত বৈঠক আয়োজনের বিষয়েও তাঁরা সম্মত হন।

এদিকে, মোদি-মেলোনির ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রসঙ্গও বারবার সামাজিক মাধ্যমে আলোচনায় এসেছে। সাম্প্রতিক ইতালি সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি মেলোনিকে 'মেলোডি' টফির একটি প্যাকেট উপহার দেন। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় "মেলোডি' মুহূর্তও ফের আলোচনায় আসে।উপহারের সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে মেলোনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁদের একটি "খুব, খুব ভালো টফি" উপহার দিয়েছেন। মোদি-মেলোনির নামের সংমিশ্রণে তৈরি 'মেলোডি' শব্দটি দুই নেতার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাস্যরসাত্মক মুহূর্তের কারণে সামাজিক মাধ্যমে একাধিকবার ভাইরাল হয়েছে।।।

পিএমও আধিকারিক পরিচয়ে এইমস-এ রোগীদের অগ্রাধিকার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ, দিল্লির ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিবিআই মামলা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী দফতর-এর আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস -এ রোগীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার অভিযোগে দিল্লির এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

অভিযুক্তের নাম রবি কান্ত শর্মা। প্রতারণা, মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় গত ৩১ আগস্ট মামলা দায়ের করা হয়।

সিবিআই-এর এফআইআর অনুযায়ী, গত মে মাসে পিএমও-এর এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পিএমও-এর নাম ও পরিচয় অপব্যবহারের অভিযোগ জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শর্মা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এইমস নয়াদিল্লির প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর ওএসডি হিসেবে মিথ্যা পরিচয় দেন।

এমনকি এইমস কর্তৃপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তিনি পিএমও পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত একটি ই-মেল ঠিকানাও ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ।

সিবিআই-এর এফআইআর অনুযায়ী, পিএমও-এর সরকারি রেফারেলের নাম করে শর্মা এইমস-এর প্রোটোকল অফিসার বি.এন. আচার্যকে চাপ দেন, যাতে মহম্মদ ইমরান নামে এক রোগীকে এইমস-এর জরুরি বিভাগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি ও চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়।

তদন্তে পিএমও স্পষ্টভাবে জানায়, রবি কান্ত শর্মা নামে কোনও ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ওএসডি হিসেবে কর্মরত নন।

অভিযোগ পাওয়ার পর সিবিআই প্রাথমিকভাবে বিষয়টি যাাই করে। তদন্তে আরও জানা যায়, শর্মা অন্যান্য রোগীর ক্ষেত্রেও একই ধরনের অননুমোদিত হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কবিতা ও অর্চনা নামে দুই রোগীও ছিলেন।

সিবিআই-এর এফআইআরে বলা হয়েছে, অভিযুক্তকে অনুমোদিত পিএমও আধিকারিক বলে ধরে নিয়েই রোগীদের অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৪ জুন পিএমও-এর আন্ডার সেক্রেটারি পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছিল সিবিআই। ওই অভিযুক্তের নাম পি. এলাঙ্গোভান। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই গত ৮ জানুয়ারি প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছিল।

অসমে আড়াই কোটির বেশি টাকার মেথ ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেফতার ৫

কাছাড় (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে অসমের দক্ষিণাঞ্চলে ২.৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এই ঘটনায় পাঁচ মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, অসম রাইফেলস ও অসম পুলিশের যৌথ অভিযানে শ্রীভূমি জেলার বদরপুর এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। শ্রীভূমি জেলার নাম আগে করিমগঞ্জ ছিল। অভিযানে প্রায় ১৪ হাজার মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট, যা ইয়াবা নামেও পরিচিত, উদ্ধার হয়েছে। ট্যাবলেটগুলির মোট ওজন প্রায় ১.৪ কেজি এবং আনুমানিক বাজারমূল্য ২.৫ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এছাড়াও একটি মাহিন্দ্রা এসইউভি ৩০০ এবং একটি অল্টো-সহ দুটি গাড়ি এবং পাঁচটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে পাঁচ মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের এবং উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য শ্রীভূমি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সফল অভিযান অসম রাইফেলস ও সিভিল পুলিশের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় এবং আন্তঃসংস্থা সহযোগিতার পরিচয় দিয়েছে। এর ফলে এলাকায় সক্রিয় মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড় আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মাদকের অবৈধ সরবরাহচক্র ভেঙে দেওয়া এবং মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে যৌথ বাহিনীর অটুট প্রতিশ্রুতিরই প্রমাণ এই অভিযান।

এদিকে, মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে আরও একটি বড় অভিযানে বুধবার অসম রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং মণিপুর পুলিশের যৌথ বাহিনী মণিপুরের জিরিবাম জেলায় প্রায় ৮০ কোটি টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, অভিযানে ১০টি প্যাকেটে থাকা প্রায় ১০.৮৯১ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এছাড়াও ১,৫০০ টাকা নগদ এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে।মায়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ ও আংশিকভাবে অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল'-এর নৈকট্যের কারণে উত্তর-পূর্ব ভারত মাদক পাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করিডর হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মণিপুর ও মিজোরাম দিয়ে হেরোইন এবং মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট পাচারের ঝুঁকি বেশি।

মায়ানমারের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের মোট ১,৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে ৫২০ কিমি, মণিপুরের সঙ্গে ৩৯৮ কিমি, নাগাল্যান্ডের সঙ্গে ২১৫ কিমি এবং মিজোরামের সঙ্গে ৫১০ কিমি সীমান্ত রয়েছে। সীমান্তের বেশ কিছু অংশ এখনও বেড়াবিহীন থাকায় আন্তঃসীমান্ত মাদক পাচার রুখতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে।

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর, তেংনৌপাল, চান্দেল, কামজং এবং উখরুলএই পাঁচটি জেলা মায়ানমারের সঙ্গে রাজ্যের ৩৯৮ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে নেয়। সীমান্তের বড় অংশ বেড়াবিহীন হওয়ায় দুর্গম ভূখণ্ডের পাশাপাশি মাদক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচার রুখতে নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

'আমাদের ওপর আস্থা রাখুন, আশীর্বাদও চাই': রাম মন্দির ট্রাস্টের নবনিযুক্ত সিইও জিতেন্দ্র মিশ্র

অযোধ্যা, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাম মন্দির ট্রাস্টের নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) জিতেন্দ্র মিশ্র শুক্রবার ভক্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর ওপর আস্থা রাখার পাশাপাশি আশীর্বাদ চেয়েছেন। রাম মন্দির কমপ্লেক্সের প্রশাসন ও উন্নয়নের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি বর্তমানে গোটা ব্যবস্থাটি বোঝার চেষ্টা করছেন বলে জানান।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মিশ্র বলেন, তিনি সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়ে অযোধ্যায় এসেছেন এবং বর্তমানে গোটা ব্যবস্থাটি বোঝার চেষ্টা করছেন। ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেওয়ার পর ট্রাস্টের কাছ থেকে নির্দেশনা ও পরামর্শ নিয়ে দলের সহযোগিতায় কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি।

মিশ্র বলেন, "আমি এখানে সবেমাত্র এসেছি এবং বর্তমানে পুরো ব্যবস্থাটি বোঝার চেষ্টা করছি। গতকালও বলেছি, বিষয়গুলি বোঝার পর ট্রাস্টের কাছ থেকে নির্দেশনা নেব এবং তাঁদের নির্দেশ মেনে আমাদের দলের সহযোগিতায় এগিয়ে যাব।"

তিনি জানান, বিস্তারিত পরিকল্পনা ও কৌশল প্রস্তুত করার পর তা সামনে আনা হবে। এর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা সময়, ধৈর্য ও সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।মিশ্র বলেন, "দয়া করে আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের আপনাদের এবং রামভক্তদের আশীর্বাদ প্রয়োজন। আপনাদের আশীর্বাদ ও আস্থা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। আমাকে কিছুটা সময় দিন।"

তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক হয়েছে, মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং ট্রাস্টের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরিকল্পনা তৈরির পাশাপাশি তার বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এর ফলাফল দৃশ্যমান হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

গত ২ সেপ্টেম্বর ৫ হাজারেরও বেশি আবেদনকারীর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশাসনিক পদে জিতেন্দ্র মিশ্রকে বেছে নেওয়া হয়। রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম সিইও হিসেবে তাঁর নিয়োগ মন্দির কমপ্লেক্সের প্রশাসন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দীর্ঘ ৩৮ বছরেরও বেশি সময় ভারতীয় বায়ুসেনায় কাজ করেছেন মিশ্র। অবসর নেওয়ার আগে তিনি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম এয়ার কমান্ডের এয়ার অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার স্ট্রিমে কমিশন পান তিনি। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি, এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমি এবং এয়ার ফোর্স টেস্ট পাইলটস স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তিনি।

কার্গিল যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিমানে লেজার-গাইডেড বোমা ব্যবহারের কার্যকরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মিশ্রের। পরবর্তীতে 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এ টাইগার হিল ও মুন্তো ধালো-সহ একাধিক কৌশলগত লক্ষ্যে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

সামরিক জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে 'সর্বোত্তম যুদ্ধ সেবা পদক' পান। এর আগে ২০২৪ সালে 'অতি বিশিষ্ট সেবা পদক' এবং ২০১৩ সালে 'বিশিষ্ট সেবা পদক' লাভ করেন জিতেন্দ্র মিশ্র।সামরিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রশাসনিক নেতৃত্বে তাঁর নতুন দায়িত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রাক্তন মন্ত্রী নাগেন্দ্রর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি: শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রর বিরুদ্ধে উপজাতি কল্যাণ সংক্রান্ত মামলায় এবং বিজেপি বিধায়ক জনার্দন রেড্ডির বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট নথি তাঁর কাছে এসেছে, তবে সেগুলি এখনও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।শিবকুমার বলেন, অভিযোগের সত্যতা, আইনি দিক এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কি না, সবকিছু খতিয়ে দেখার পরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।তিনি বলেন, "মামলা চালানোর অনুমতির বিষয়ে আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এমনকি ওই ফাইলগুলিও এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি।"মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাক্তন মন্ত্রী নাগেন্দ্র, বিজেপি বিধায়ক জনার্দন রেড্ডি-সহ অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা সংক্রান্ত নথি রাজ্যপাল তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, "সব ফাইলই আমার কাছে এসেছে। আমি বলছি না যে আসেনি। রাজ্যপাল সেগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমাকে সেগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং আইনি দিক থেকে দেখতে হবে অভিযোগের মধ্যে সত্যতা রয়েছে কি না, সবকিছু আইনসম্মত কি না এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কি না।"সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান শিবকুমার। তাঁর কথায়, এ ধরনের বিষয়ে নথি পরীক্ষা করার পরই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।প্রাক্তন মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রর পদত্যাগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কর্ণাটক মহর্ষি বাল্মীকি তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন নিগম-সংক্রান্ত মামলায় অভিযোগ ওঠার পর নাগেন্দ্র মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

আসন্ন বাণিজ্য চুক্তির ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশে প্রতিযোগীদের তুলনায় কম শুল্কে প্রবেশাধিকার পাবে ভারত: পীযূষ

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আসন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশাধিকার আরও গভীর করার উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের প্রায় ৭৫ শতাংশ বাণিজ্যে প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কম শুল্কে প্রবেশাধিকার পেতে পারে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, প্রায় ৬০ ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপির অর্থনীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা ভারতের নয়টি এফটিএ ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাণিজ্যে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে এই এফটিএগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান জানান তিনি।

'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে কাজে লাগানো একটি প্রচারমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভারতের ক্রমবর্ধমান এফটিএ নেটওয়ার্ককে দেশের ব্যবসাগুলির জন্য আরও বেশি রফতানির সুযোগে পরিণত করতে হবে। গোয়েল বলেন, এই উদ্যোগ দ্রুত গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং দেশের ৭৮০টি জেলার প্রত্যন্ত এলাকার ছোট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের কাছেও এর সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর কথায়, ছোট-বড় প্রত্যেকের অবদান ভারতকে একটি মূলত অভ্যন্তরীণ বাজারনির্ভর অর্থনীতি থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত করার বৃহত্তর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আগামী কয়েক মাস ও পরবর্তী কয়েক বছরে কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, মার্কোসুর, স্যাকু, জিসিসি এবং ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের আরও এফটিএ চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান গোয়েল। পাশাপাশি আসিয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে বিদ্যমান বাণিজ্যিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা কিংবা বৃহত্তর বাজার-প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসঙ্গে গোয়েল প্রথম ত্রৈমাসিকে স্থির মূল্যে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির কথাও তুলে ধরেন। বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা ও ব্যাপক অস্থিরতার মধ্যেও ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি 'নেতিবাচক প্রচারকারীদের' কথায় প্রভাবিত না হওয়ার আহ্বান জানান। গোয়েল বলেন, জিডিপির পরিসংখ্যান সরকার, মন্ত্রী বা আমলারা তৈরি করেন না। দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর একটি স্বাধীন ও বিস্তারিত তৃণমূলভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিসংখ্যান মন্ত্রক এই তথ্য নির্ধারণ করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক কাঠামোর পার্থক্যের কথাও তুলে ধরেন গোয়েল। তিনি বলেন, দুই অঞ্চলের বাণিজ্যিক ধরন, পরিচালন ব্যয় এবং শ্রমের খরচ আলাদা। তাই ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের মতো প্রতিযোগী দেশগুলি অন্যান্য বাজারে কী ধরনের শুল্ক সুবিধা পাচ্ছে, তা বিবেচনায় নিয়েই ভারতকে এগোতে হবে।

মন্ত্রী আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র যখন ভারতের প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় ভারতকে অগ্রাধিকারমূলক শুল্কহার দিতে সক্ষম হবে, তখনই দু'দেশের বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত তথ্য ঘোষণা করা হবে।

চলতি বছরে ভারত ১ ট্রিলিয়ন ডলারের পণ্য ও পরিষেবা রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধির সমান।

বিহারের ঔরঙ্গাবাদে মাটির বাড়ি ধসে ১২ বছরের কিশোরীর মৃত্যু, আহত ৪

পটনা, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় মাটির বাড়ি ধসে ১২ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় একই পরিবারের আরও চারজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঔরঙ্গাবাদের ওবরা থানা এলাকার সিনহুড়ি গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাড়ি ধসে পড়ার পর পরিবারের সদস্যদের চিৎকার ও সাহায্যের আর্তনাদ শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। তাঁরা দেখতে পান, ধ্বংসস্তূপের নিচে পরিবারের পাঁচ সদস্য আটকে রয়েছেন। এরপর গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে পাঁচজনকেই বের করে আনা সম্ভব হয়। তবে ১২ বছরের বাবলি কুমারীকে বাঁচানো যায়নি।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন বাবলির মা পুনম দেবী এবং তাঁর তিন সন্তান নন্দনী কুমারী, রিমি কুমারী ও কুন্দন কুমার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের ঔরঙ্গাবাদ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা বাবলি কুমারীকে হাসপাতালে পৌঁছনোর পর মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রতিদিনের মতোই রাতে পুনম দেবী তাঁর চার সন্তানকে নিয়ে পুরনো মাটির বাড়িটিতে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বাড়িটির দেওয়াল ও ছাদ ভেঙে পড়ে গোটা ঘরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সিনহুড়ি গ্রামে। আহত মা ও তিন সন্তান বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাক্তন বিধায়ক ঋষি যাদব ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির জন্য একটি স্থায়ী বাড়ি এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ওবরা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নীতীশ কুমার জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে এবং আহত পরিবারের সদস্যদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তিনি জানান, মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে শেষকৃত্যের জন্য। ঘটনার তদন্ত চলছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য জেলা শাসকের দপ্তরে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির কারণে মাটির বাড়িটির কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে থাকতে পারে এবং তার ফলেই বাড়িটি ধসে পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

জন্মাষ্টমীর শুভক্ষণে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: জন্মাষ্টমীর শুভক্ষণে খুঁটি পূজা ও কাঠামখিলির মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করল আগরতলার অন্যতম পরিচিত পুজো উদ্যোক্তা সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। শুক্রবার উৎসবের আবহে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবারের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি।

এবার প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বাজেটে দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের মণ্ডপসজ্জায় কারুশিল্পকে বিশেষভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিমার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ৬৪ যোগিনীর রূপ। খুঁটি পূজার পর পুজো কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার দাস জানান, এবারের মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের শিল্পী মতি ভৌমিক। অন্যদিকে প্রতিমা নির্মাণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের প্রতিমাশিল্পী রমেন পাল। ফলে এবারের পুজোয় মণ্ডপ ও প্রতিমাউভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের সৃজনশীলতার ছোঁয়া দেখতে পাবেন দর্শনার্থীরা।

তবে শুধু দুর্গাপুজোর আয়োজনেই নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখে না সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে সংগঠনটি। গত বছর বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের জন্য কামাখ্যা দর্শনের ব্যবস্থা করেছিল তারা। পাশাপাশি দুর্গাপুজোর সময় তাঁদের পুজো পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পুজোর আনন্দের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও গুরুত্ব দিয়ে এবারও ব্যতিক্রমী আয়োজনের মাধ্যমে আগরতলার দুর্গোৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই প্রস্তুতি আগামী দিনে আরও জোরদার হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ধর্মনগর টাউন কালীবাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের শুভ সূচনা

ধর্মনগর, ৪ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে ধর্মনগর টাউন কালীবাড়িতে শুরু হল দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের কাজ। শুক্রবার সকালে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে টাউন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিমা নির্মাণের শুভ সূচনা করা হয়।

ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে প্রতিমা নির্মাণের কাজের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে টাউন কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি, সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি এলাকার বহু সাধারণ মানুষও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

প্রতিবছরই ধর্মনগর টাউন কালীবাড়ির দুর্গাপুজোকে ঘিরে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে ঘিরে এবারও ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিতে আনুষ্ঠানিক গতি এল বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা।

শারদোৎসবকে সামনে রেখে আগামী দিনে ধাপে ধাপে মণ্ডপ নির্মাণ, আলোকসজ্জা এবং অন্যান্য প্রস্তুতির কাজও শুরু হবে। ধর্মনগরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গাপুজোকে ঘিরে এবারও শহরবাসী ও দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লাইসেন্স ছাড়া তামাক বিক্রিতে কড়া নজর, উদয়পুরে পৌর পরিষদ ও মহকুমা প্রশাসনের অভিযান

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: লাইসেন্স ছাড়া তামাকজাত সামগ্রী বিক্রির বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল উদয়পুর পৌর পরিষদ ও মহকুমা প্রশাসন। শুক্রবার শহর ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে তামাকজাত পণ্য বিক্রির দোকানগুলিতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও লাইসেন্স খতিয়ে দেখা হয়।

অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও টোব্যাকো লাইসেন্স ছাড়া তামাকজাত সামগ্রী বিক্রি বন্ধ করা। অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া তামাকজাত পণ্য বিক্রি না করার জন্য ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে প্রশাসন।

প্রশাসনের এই যৌথ অভিযানে শহরের তামাক ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সরকারি নিয়ম ও বিধিনিষেধ মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হচ্ছে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনগুলিতেও উদয়পুর শহর ও আশপাশের এলাকায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে। লাইসেন্সবিহীনভাবে তামাকজাত সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে প্রশাসন।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: সাতচাঁদে মিছিল করে ১০১ আসনে সিপিআইএমের মনোনয়ন জমা

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার সাতচাঁদ ব্লকে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিল বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীরা। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে সাতচাঁদ ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সাতচাঁদ ব্লকের অধীনে মোট ১৫টি এডিসি ভিলেজে ১১১টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে শুক্রবার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ১০১টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বাকি আসনগুলিতেও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতৃত্ব কৃষ্ণা রক্ষিত, শংকর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, অরুণ ত্রিপুরা, বিপ্লব সান্যাল, গৌতম ভৌমিক, বারজুং কুমার ত্রিপুরা-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী তিপরা মথার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে সরব হন। তাঁর দাবি, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে জনগণ এর জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

প্রভাত চৌধুরী আরও দাবি করেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিজেপি ও তিপরা মথা সব আসনে প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেনি। যদিও এই দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলগুলির বক্তব্য জানা যায়নি।

আসন্ন নির্বাচনে সাতচাঁদ ব্লকের ১৫টি এডিসি ভিলেজের সিপিআইএম প্রার্থীরা জনগণের বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এদিনের মিছিল ও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাতচাঁদ ব্লক এলাকায় সিপিআইএমের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষক সমিতির সম্মেলন উপলক্ষে বিলোনিয়ায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অংশ নিল ২১০ জন

বিলোনিয়া, ৪ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড) বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির অষ্টম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনকে সামনে রেখে শুক্রবার বিলোনিয়ায় আয়োজন করা হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতার। এদিন সকাল ১০টায় বিলোনিয়ার রামঠাকুর সেবামন্দির প্রাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিধায়ক দীপঙ্কর সেন এবং ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড) বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক জীবন শীলের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। মোট চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের মোট ২১০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

অন্যদিকে, সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার বিষয়ও তুলে ধরা হয়। সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক জীবন শীল জানান, সপ্তম বেতন কমিশনের পূর্ণ বাস্তবায়নের পর অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর করা, বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, পুরনো পেনশন ব্যবস্থা চালু করা এবং নতুন শিক্ষকদের নিয়মিত সরকারি কর্মচারী হিসেবে নিয়োগসহ একাধিক দাবি রয়েছে তাঁদের। এছাড়াও এলিমেন্টারি শিক্ষকদের টেট পরীক্ষা সংক্রান্ত আদালতের রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রবীণ শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান জীবন শীল।

জানা গেছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড) বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির অষ্টম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

জীবন শীল বলেন, শিক্ষকরা বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের সমস্যা ও দাবিদাওয়ার পাশে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড) সবসময় ছিল এবং ভবিষ্যতেও পাশে থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে আনন্দময়ী কালীমাতা বাড়িতে কমিউনিটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: শুভ জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিকে সামনে রেখে আগরতলার জগহরিমুড়াস্থিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমাতা বাড়িতে নতুন কমিউনিটি হল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবিত কমিউনিটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

জানা গেছে, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের সাংসদ তহবিলের উন্নয়নমূলক অর্থ থেকে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমাতা বাড়িতে কমিউনিটি হল নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে এই নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

মন্দির কর্তৃপক্ষের আশা, নতুন কমিউনিটি হল নির্মিত হলে মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে এলাকার সাধারণ মানুষও বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজনে এই হলটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে নতুন নির্মাণকাজের সূচনা হওয়ায় ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা, ভক্ত-অনুরাগী এবং মন্দির কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন কমিউনিটি হলটি ভবিষ্যতে এলাকার সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্যোগের ফলে মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি হবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

ত্রিপুরার ইতিহাস সংরক্ষণে এক দশক ধরে কাজ করছে রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়,৪ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার প্রকৃত ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি স্বাধীনতা ও দেশভাগের পূর্বের অখণ্ড ত্রিপুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দীর্ঘ দশ বছর ধরে কাজ করে চলেছে 'রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজ'। সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণা ও ডকুমেন্টারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজ' এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে দরিদ্র , শ্রমজীবী মানুষ ও পথচারীদের মধ্যে চিনি বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ইতিহাস ও অর্থনৈতিক গবেষক ননী গোপাল দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজের সভাপতি অ্যাডভোকেট চন্দন দে, দুই সহ-সভাপতি আইনজীবী সুব্রত রায় ও কনক দে, জেনারেল সেক্রেটারি শুভঙ্কর ধর, অবজারভার চয়নিকা গগৈ, অফিস সেক্রেটারি আইনজীবী করুণাময় পালসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ।

দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেন ইতিহাস ও অর্থনৈতিক গবেষক ননী গোপাল দেবনাথ। ত্রিপুরার ইতিহাসকে গবেষণা ও তথ্যের ভিত্তিতে সংরক্ষণ এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান। পাশাপাশি সংগঠনের সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও প্রশংসা করেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইতিহাস কেবল অতীতের বিবরণ নয়, বরং একটি জাতি ও সমাজের আত্মপরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাই ত্রিপুরার ইতিহাসের বিস্মৃত ও অনালোচিত অধ্যায়গুলি তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন করে যেতে চায় সংগঠনটি। দশ বছর পূর্তির এই পর্বকে সামনে রেখে ইতিহাস সংরক্ষণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ড দুই ক্ষেত্রেই আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজ।

কমলাসাগরে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক

● **আটের পাতার পর** পাশাপাশি পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতাকেও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। কৃতী শিক্ষার্থীদের এই সম্মাননা তাঁদের আগামী দিনের পড়াশোনা ও কর্মজীবনে আরও উৎসাহ জোগাবে বলে আশা প্রকাশ করেন উদ্যোক্তারা। শিক্ষার্থীদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে তাঁদের আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা।

মেলাঘর টাউন হলে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস-২০২৬

● **আটের পাতার পর** সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন রীনা দাস, মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র দাস, এসডিএমও ডা. সুব্রত দাস, মেলাঘর আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও, প্রকল্পের সুপারভাইজারগণ, মেলাঘর আইসিডিএস প্রকল্পের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ও নির্বাচিত উপভোক্তারা।

অনুষ্ঠানে উপভোক্তাদের মধ্যে বিদ্যারম্ভ শংসাপত্র, মুখ্যমন্ত্রী বাল সেবা যোজনায় শংসাপত্র এবং পোষণ কিট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ শিশু ও মায়েদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করেন।

ইওএস-০৫ সফল

● **প্রথম পাতার পর** রকেটটির উচ্চতা ৫১.৭ মিটার এবং উৎক্ষেপণের সময় এর ওজন ছিল প্রায় ৪২০.৫ টন। এটি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও এই সাফল্যের জন্য ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে নতুন মাইলফলক তৈরি করছে এবং বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ শক্তি হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করছে।

জিতেন্দ্র সিং 'এক্স'-এ জানান, ইওএস-০৫ একটি অত্যাধুনিক আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট। জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথ থেকে ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট হিসেবে এটি দৃশ্যমান, ইনফ্রারেড, মাল্টিস্পেকট্রাল এবং হাইপারস্পেকট্রাল বিভিন্ন ব্যান্ডে উন্নত পর্যবেক্ষণ ও ছবি সংগ্রহের সুযোগ তৈরি করবে।

জনজাতি গোষ্ঠীর স্বার্থ

● **প্রথম পাতার পর** নয়াদিল্লির বৈঠকের ফলাফল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা শনিবার ত্রিপুরায় ফিরে বিস্তারিত বক্তব্য দিতে পারেন। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা ও জমির অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী দিনে সরকারের পক্ষ থেকে আরও স্পষ্ট তথ্য সামনে আসতে পারে।

তিন দফা দাবিতে বিলোনিয়ায়

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যের নিয়োগ নীতির অপব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তাই দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পাশাপাশি রাজ্যে একটি স্বচ্ছ ও ন্যায্য নিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে।

জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, তাঁদের দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

৬ ঘণ্টার এই গণঅবস্থান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিলোনিয়ায় যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

লোকালয়ে যমদূত!

● **প্রথম পাতার পর** সাপটি উদ্ধার হওয়ায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান এলাকার বাসিন্দারা। উদ্ধার করার পর কিং কোবরাটিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এমন বিষধর সাপের উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। একই সঙ্গে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল থেকে লোকালয়ে সাপ ঢুকে পড়ার ঘটনা নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা।

পরিবেশ সংরক্ষণে পরিত্যাক্ত

● **প্রথম পাতার পর** অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শহরের এই ধরনের জলাশয়গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জলাশয়গুলিকে সংরক্ষণের পাশাপাশি নাগরিকদের স্বার্থে সেগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানান তিনি। পুর নিগমের এই উদ্যোগে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও সন্তোষ দেখা দিয়েছে। জলাশয়টির উন্নয়নের ফলে এলাকার পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে এটি কাজে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুদির দোকানে চুরি

● **প্রথম পাতার পর** *করে বাড়ি চলে যান। অভিযোগ, গভীর রাতে কোনো এক সময় চোরের দল দোকানের টিনের বেড়া কেটে ভিতরে প্রবেশ করে।*

দোকানে ঢুকেই চোরেরা প্রথমে সিসিটিভির তার ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর দোকানের ক্যাশ বাক্সে থাকা প্রায় ১০ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

শুক্রবার সকালে দোকান খুলতে এসে চুরির বিষয়টি নজরে পড়ে মালিক সাগর পালের। দোকানের টিনের বেড়া কাটা এবং ভিতরে জিনিসপত্র তছনছ অবস্থায় দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। পরে বিষয়টি খোয়াই থানার পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দোকানে কীভাবে চোরেরা প্রবেশ করল, চুরির ঘটনায় কতজন জড়িত এবং তাদের শনাক্ত করা সম্ভব কি নাসেসব বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। জনবহুল এলাকায় সিসিটিভির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এ ধরনের চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

লাগাতর মূল্যবৃদ্ধি দিশেহারা জনতা!

● **প্রথম পাতার পর** টাঙানো রয়েছে কি না, নির্ধারিত বা ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না, কোথাও মজুতদারি কিংবা কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে কি নাএসব বিষয়েও প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, মাঝেমধ্যে কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করার পাশাপাশি নিয়মিত বাজার মনিটরিং প্রয়োজন। বিশেষ করে উৎসবের মরশুম, বর্ষাকাল কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কোনও পণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে গেলে তার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে সাধারণ মানুষের সামনে তা তুলে ধরার দাবি উঠেছে।

তবে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের দায়ী করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না বলেও মত রয়েছে। রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি বাজারে পণ্য পৌঁছনোর ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, সংরক্ষণ ও হিমঘর পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বাইরের রাজ্যের বাজারের উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব শুধু বাজার খরচেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। বিদ্যুৎ বিল, সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা-সহ অন্যান্য অপরিহার্য খরচের পাশাপাশি প্রতিদিনের বাজার সামলাতে গিয়ে সীমিত আয়ের বহু পরিবারকে প্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সংসার চালাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই বাজার ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা আনা, বাজার কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা এবং সাধারণ ভোক্তাদের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা আরও কার্যকর করার দাবি উঠেছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশান্যায্য দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, স্বচ্ছ বাজার ব্যবস্থা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা। ক্রমবর্ধমান বাজারদরের চাপে সংসারের বাজেট যাতে আরও বিপর্যস্ত না হয়, সেদিকে প্রশাসন দ্রুত নজর দিকএটাই এখন কাঁঠালিয়ার সাধারণ মানুষের দাবি।

প্রাক্তন জঙ্গিদের

● **প্রথম পাতার পর** আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ৭২ ঘণ্টার বনধের সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে আগরতলার চন্দ্রপুর আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনালেও। বনধের জেরে দূরপাল্লার বাস ও জিপ পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন আইএসবিটি চত্বরে যাত্রীদের উপস্থিতিও ছিল অত্যন্ত কম।

বিভিন্ন জেলা থেকে আগরতলায় আসা এবং আগরতলা থেকে অন্য জেলায় যাওয়ার জন্য টার্মিনালে আসা যাত্রীরা পরিবহণ পরিষেবা না পেয়ে সমস্যায় পড়েন। জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াত করতে বের হওয়া মানুষকে বিকল্প পরিবহণের উপর নির্ভর করতে হয়। বাস ও জিপ চলাচল বন্ধ থাকায় টার্মিনাল চত্বরেও কার্যত নিস্তব্ধতার ছবি দেখা যায়। বিশেষ করে দূরপাল্লার যাত্রীদের ভোগান্তি ছিল বেশি। নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে না পারায় অনেক যাত্রীকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বলে জানা গেছে।

শুধু আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়ক বা চন্দ্রপুর আইএসবিটি নয়, আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও। জানা গেছে, রেলপথে বিঘুদাসপাড়া এবং সড়কপথে খোয়াই চৌমুহনী এলাকাতেও অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। ফলে সড়ক ও রেলদুই ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুটে যান ও রেল চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। একইসঙ্গে পণ্য পরিবহণ দীর্ঘ সময় আটকে থাকলে বাজারে সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের কিছু স্থানে রেললাইনে অবরোধের কারণে আজ বেশ কয়েকটি ট্রেনের পরিষেবা বাতিল ও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জিরানিয়া ও তেলিয়ামুড়া স্টেশনের মধ্যবর্তী রেলপথে পিকেটারদের আন্দোলনের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ ১৫৬৩৭ আগরতলা-খোংসাংগামী ট্রেনটি জিরানিয়ায় সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা শেষ করেছে। ১৫৬৩৮ খোংসাং-আগরতলাগামী ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া ৭৫৬৭৯ আগরতলা-করিমগঞ্জ জংশন এবং ৭৫৬৮০ করিমগঞ্জ জংশন-আগরতলা ট্রেনও বাতিল করা হয়েছে।১৫৬৫০ নারেঙ্গি-আগরতলা ট্রেনটির ধর্মনগরে পর্যন্ত যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।১৫৬৪৯ আগরতলা-নারেঙ্গি ট্রেনটি ধর্মনগর থেকেই নারেঙ্গির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ৫৫৬৭৬ ধর্মনগর-আগরতলা ট্রেনটি আমবাসায় যাত্রা শেষ করেছে। ১৫৬৬৩ আগরতলা-শিলচর ট্রেনটি আমবাসা থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। ১৫৬৬৪ শিলচর-আগরতলা ট্রেনটি কুমারঘাটে সংক্ষিপ্তভাবে যাত্রা করেছে। এছাড়া ৫৫৬৭৫ আগরতলা-ধর্মনগর ট্রেনটিও বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

অবরোধকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল গোটা দিন। বড়মুড়া চন্দ্র সাধুপাড়া এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানা গেছে। এদিন এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। পুলিশ ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরাও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

প্রশাসনের মূল লক্ষ্য, আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ প্রত্যাহার করিয়ে সড়ক ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা।

আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই ৭২ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী অবরোধ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ফলে শুক্রবার রাত পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চললেও দাবিগুলি নিয়ে তাঁরা অনড় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক, আন্তঃরাজ্য বাস পরিষেবা এবং অন্যান্য যোগাযোগপথ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাহত থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান যোগাযোগপথ হওয়ায় ৭২ ঘণ্টার অবরোধের প্রভাব আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুক্রবার খবর লেখা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচির কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এখন প্রশাসন ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।

ত্রিপুরা খো-খো অ্যাসোসিয়েশনে তোলপাড়, পদ থেকে অপসারণ দাবি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটির রিপোর্টে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনূর্ধ-১৪ খো-খো দলের দল নির্বাচন এবং খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বেআইনি অর্থ সংগ্রহের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ত্রিপুরা খো-খো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতী মিনতি পাল ও সহ-সভাপতি চন্দন সূরের অপসারণের দাবি উঠে এল। অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক মনীন্দ্র চন্দ্র দেবসহ ১০ জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপির মাধ্যমে সভাপতির কাছে এই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের গঠিত ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটির তদন্তে এই অর্থ তছরুপ, নিয়মনীতি লঙ্ঘন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্তকারী দলের গোপন প্রতিবেদনটি ইতিমধ্যে সভাপতির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সংগঠনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সভাপতি নিজেই সে তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অভিযোগ সূত্রের খবর, রাজ্য দলের নির্বাচনের সময় প্রতি খেলোয়াড়ের থেকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত ১,৩০০ টাকা আদায় এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে মূল দল থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে স্ট্যান্ডবাই তালিকা থেকে পছন্দের খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকে তোয়াক্কা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সহ-সভাপতি চন্দন সূর কর্তৃক সভাপতির অগোচরে তৃতীয় পক্ষের সাথে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বৈঠক করার বিষয়টিকে সুশাসনের পরিপন্থী বলে সাব্যস্ত করেছে ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি। ক্রীড়াঙ্গনের ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে মিনতি পাল ও চন্দন সূরকে দ্রুত পদচ্যুত করে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে।

শতরানে জোড়া নজির স্মৃতির, হংকংকে ১৩৭ রানে হারিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত ভারতের

তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচ জিতলেও ভারতের ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা একটু ছিলই। সেই চিন্তা অনেকটাই মিটল হংকংয়ের বিরুদ্ধে। শতরান করে এক জোড়া নজির গড়লেন স্মৃতি মন্ধানা। ভারত জিতল ১৩৭ রানে। শনিবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে বার্তাও দিয়ে রাখলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ১৯৩/৫ তুলেছিল। জবাবে হংকং শেষ ৫৬ রানেই।

টসে জিতে হংকংয়ের অধিনায়ক নাতাশা মাইলস ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন ভারতকে। সেই সুযোগ লুফে নেন স্মৃতি। হংকংয়ের বোলারদের পিটিয়ে ৬৪ বলে ১২৪ রান করে আউট হন তিনি। মেরেছেন ১৪টি চার এবং ৭টি ছয়। স্মৃতি এতটাই ভাল খেলেছেন যে বাকি কারও বড় রানের দরকারই পড়েনি। দলের প্রায় ৭০ শতাংশ রান তিনি একাই করেছেন। হংকংয়ের বোলারেরা স্মৃতির কাজ সহজ করে দেন একের পর এক খারাপ বল করে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে শতরানের নিরিখে এবং স্মৃতি এবং অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিং যুগ্ম ভাবে শীর্ষে ছিলেন। দু'জনেরই ১৭টি করে শতরান ছিল। এ দিন স্মৃতি একাই এক নম্বরে চলে গেলেন। তাঁর ১৮টি শতরান হয়ে গেল। টি-টোয়েন্টিতে এটি তাঁর দ্বিতীয় শতরান।

শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানও হয়ে গেল স্মৃতির। এত দিন এই নজির ছিল ভারতেরই মিতালি রাজের (১০৮৬৮)। এ দিনের ইনিংসের ফলে স্মৃতির সংগ্রহে ১০৮৮০ রান। ১৮তম ওভারে জোড়া ছক্কা মেরে মিতালির রান টপকে যান তিনি।

এ দিন দুবাইয়ের পিচে ব্যাট করা মোটেও সহজ ছিল না। বল পড়ে থমকে আসছিল। কিন্তু স্মৃতির ব্যাটিং দেখে সেটা এক বারও মনে হয়নি। স্মৃতির ওপেনিং সতীর্থ শেফালি বর্মারও খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। তবে পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে ২২ রান ওঠে। হংকংয়ের বোলারেরা

চাইছিলেন উইকেটের থেকে বাইরে বল করে স্মৃতিকে চাপে ফেলতে। ভারতের ওপেনারকে মোটেই অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায়নি। অনায়াসে রান করে যান।

শেফালি (২৮) আউট হওয়ার পর তিনে নামেন প্রতীকা রওয়াল। এই প্রথম তিন নম্বরে খেলছেন তিনি। ১২ বলে ১০ রানের বেশি করতে পারেননি। দ্রুত রান তোলার লক্ষ্যে চারে নামানো হয়েছিল রিচা ঘোষকে। তিনিও ১৩ বলে ১১ রানের বেশি করতে পারেননি। ব্যর্থ হরমনপ্রীতও (১০)।

এই পিচে খেলা কতটা কঠিন ছিল তা বোঝা যায় হংকংয়ের ইনিংস শুরু হওয়ার পর। ভারতের চাপে তাদের ব্যাটারেরা খেলতেই পারছিলেন না। শুরুতে নন্দনী শর্মা ফিরিয়ে দেন মারিকো হিলকে (০)। দ্বিতীয় উইকেট পড়ে ৮.৪ ওভারে। তখন হংকংয়ের স্কোর মাত্র ২৯।মহিলাদের এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে তাইল্যান্ডকে ৯৪ রানে হারিয়েছে ভারত। এত বড় জয়ের পরেও ভারতের চিন্তা বাড়ছে। তার একটাই কারণ। সেই পুরনো রোগ। ভারতের ব্যাটিং এখনও নির্ভর করছে ওপেনারদের উপর। মিডল অর্ডার ভরসা জোগাতে ব্যর্থ।তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে ৬৪ রান করেছেন শেফালি বর্মা। ১০ বলে ১৯ রান করেছেন স্মৃতি মন্ধানা। অর্থাৎ, দুই ওপেনার মাত্র ৪৬ বলে ৮৩ রান তুলে দিয়েছেন। তার পরেও ১৫৯ রান করতে পেরেছে ভারত। ৪৬ রানে পড়েছে ৮ উইকেট। আরও এক বার ওপেনিং জুটি যে ভিত গড়ে দিয়েছে তা কাজে লাগাতে পারেনি ভারত।

এশিয়া কাপে নেই জেমাইমা রড্রিগেজ। ফলে মিডল অর্ডার নির্ভর করছে প্রতীকা রাওয়াল, অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও ভারতী ফুলমালির উপর। ফিনিশারের ভূমিকায় রিচা ঘোষ ও দীপ্তি শর্মা। অথচ, তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রতীকা বাদে বাকি সকলে ব্যর্থ।

কয়েক মাস আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়ও হরমনপ্রীতদের এই একই রোগ দেখা যাচ্ছিল। ওপেনারেরা ভাল শুরু দিলেও বড় রান করতে পারছিল না ভারত। তাইল্যান্ডের মতো দেশের বিরুদ্ধে জিততে সমসা না হলেও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই ছবি দেখা গেলে তার খেসারত দিতে হবে ভারতকে। যেমনটা দিতে হযেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। তার পরেও সমস্যা মেটেনি।শনিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলতে নামবে ভারত। এই ম্যাচের উপরেই নির্ভর করবে যে, কোন দল গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে যাবে। সেখানেও যদি ব্যাটিং এ ভাবে হয়, তা হলে কিন্তু বিপদ। হরমনপ্রীতেরা ভুল করলে তার সুবিধা অবশ্য নেবে পাকিস্তান।এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে যে সমস্যা হচ্ছে তা মেটাতে না পারলে চাপ বাড়বে। তিনি বলেন, "এটা একটা চেনা ছবি। ওপেনারেরা ভাল খেলবে। তার পর মাঝের ওভারে পর পর উইকেট পড়ে রান কমে যাবে। মিডল অর্ডারে জুটি না হলে ২০০ বা তার বেশি রান কী ভাবে হবে? তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ১০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১০০ রান করেছিল ভারত। পরের ১০ ওভারে ৭ উইকেট পড়ে গেল। ৫০-৬০ রান হল। এ ভাবে হবে না।"

সবচেয়ে চিন্তা বাড়াচ্ছে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের ফর্ম। দীর্ঘ দিন তাঁর ব্যাটে রান নেই। রিচা ও ভারতীর খেলার ধরন অনেকটা একই রকম। তাঁরা উইকেটের চিন্তা না করে বড় শট খেলার চেষ্টা করেন। ফলে হরমনকে আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত। সেটাই পারছেন না তিনি। ফাতিমা সানার পাকিস্তান কিন্তু নজর রাখছে। ছেলেদের দলের মতো হংকংয়ের মেয়েদের দলেও ভারতীয় এবং পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভিড়। তাঁরা কেউই ভারতীয় বোলারদের সামনে টিকতে পারেননি। নাতাশা সর্বোচ্চ ১৫ রান করেন। এ ছাড়া দু'অঙ্কের রান পেয়েছেন ইয়াসমিন দাসওয়ানি (১১) এবং মারিনা ল্যাম্পলাফ (১৪)। ভারতের দীপ্তি শর্মা ৯ রানে ৩ উইকেট নেন। দু'টি করে উইকেট নন্দনী, শ্রী চরণী এবং প্রেমা রওয়াতের।

ফুটবলারদের জন্য ড্রেসিং রুম নির্মাণে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা ফুটবলারদের জন্য ড্রেসিং রুম নির্মাণে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। রাজ্যজুড়ে ক্রীড়া পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ শ্রীভট্টাচার্য। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনের পরিকাঠামোগত গুরুত্ব বিবেচনা করে আগরতলাস্থিত ঐতিহাসিক উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা ফুটবলারদের জন্য একটি আধুনিক ড্রেসিং রুম নির্মাণের সুপারিশ করেছেন তিনি। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় এই প্রকল্পের জন্য মোট ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের প্রশাসনিক, আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদনের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও সংগ্রাহকের (নোডাল জেলা কর্তৃপক্ষ) কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশপত্র পাঠানো হয়েছে। সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের এই ক্রীড়াবান্ধব উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার নেতৃত্বের মতে, এই ড্রেসিং রুম নির্মিত হলে রাজ্যের উদীয়মান মহিলা ফুটবলারদের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে এবং তাঁরা আরও উন্নত ও পেশাদার পরিবেশে অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাংসদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। ক্রীড়াপ্রেমীদের আশা, খুব দ্রুত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকরণ শেষ করে এই নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা হবে, যা ত্রিপুরায় মহিলা ফুটবলের সামগ্রিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

স্কুল ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ আসাম রাইফেলস-প্রণবানন্দ, বদদোয়ালী-হলিক্রস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। আগামীকাল শনিবার জমজমাট দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের পরবর্তী ধাপ শুরু হবে। ওইদিন নীপকো গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে লিগ সেরা আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে এবং একই সময়ে তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে আয়োজিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বরদোয়ালি স্কুল ও হোলি ক্রস স্কুল দল একে অপরের মুখোমুখি হবে। এই দুটি ম্যাচের বিজয়ী দল আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শিরোপার লড়াইয়ে ফাইনালে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সদর ইন্টার স্কুল গার্লস টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। সাত দলীয় এই প্রতিযোগিতায় লিগ পর্যায়ের খেলায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল টানা ছয় ম্যাচে জয়ী হয়ে সেরা দল হিসেবে শেষ চারে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি, পাঁচটি ম্যাচে জয়লাভ করে বরদোয়ালি স্কুল পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে এবং টুর্নামেন্টের তৃতীয় ও চতুর্থ দল হিসেবে যথাক্রমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ও হলিক্রস স্কুল শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বৈভবদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন গম্ভীর

সদ্য শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ খেলে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের তিন ক্রিকেটারকে দলীপ ট্রফির ফাইনালে খেলার নির্দেশ দিল বোর্ড। সাদা বলের দলের আরও তিন ক্রিকেটার খেলতে পারেন। নির্ভর করছে গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্তের উপর।জানা গিয়েছে, কেএল রাহুল, দেবদত্ত পডিক্কল এবং মহম্মদ সিরাজকে দলীপের ফাইনালে খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন জনেই দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে খেলবেন। এ ছাড়া, টি-টোয়েন্টি দলে থাকা তিলক বর্মা, বৈভব সূর্যবংশী এবং ঈশান কিশনকেও দলে নেওয়া হতে পারে, যদি গম্ভীর অনুমতি দেন। উল্লেখ্য, তিলক শতরান করে দলীপের ফাইনালে তুলেছেন দক্ষিণাঞ্চলকে। ঈশানের নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল ফাইনালে উঠেছে।বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "রাহুল, পডিক্কল এবং সিরাজ এখনই কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলতে নামছে না। তাই জাতীয় নির্বাচকেরা চান, এ রকম ক্রিকেটারদের অবশ্যই দলীপের ফাইনালে খেলা উচিত। এই তিন জন শেষ বার ২৭ অগস্ট খেলেছে। পরের ম্যাচ ২৭ সেপ্টেম্বর, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচ। তা ছাড়া পডিক্কল এক দিনের দলের অংশ নয়। ওকে ভারত এ সিরিজে খেলানো হতে পারে। কিন্তু দলীপ ফাইনালে সুযোগ থাকলে অবশ্যই খেলা উচিত।"তবে বৈভব, কিশান এবং তিলকের ক্ষেত্রে গম্ভীরের সিদ্ধান্তই আসল। ওই সূত্র বলেছেন, "ভারতীয় দল দিল্লি ৯ বা ১০ সেপ্টেম্বর যয়াবে। যদি কোচ চান বাকি দলের সঙ্গেই এই তিন জন যোগ দেবে, তা হলে ওরা দলীপের ফাইনালে খেলতে পারবে না। কিন্তু কোচ যদি চান ওরা ফাইনাল খেলুক, তা হলে তিলকেরা ১০ সেপ্টেম্বর রাতে দিল্লিতে যেতে পারে।"বৃহস্পতিবার বোর্ডের বৈঠকে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর অনুপস্থিত থাকলেও তিনি দলীপের ফাইনাল দেখবেন বলেই জানা গিয়েছে। এখনকার চুক্তি অনুযায়ী, তিনি ৪ অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন।

এক-দু'বছরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! শচীনের প্রসঙ্গ টেনে বৈভবকে বড়সড় বার্তা বিসিসিআইয়ের

বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই সে সুপারস্টার। একডাকে তাকে চেনে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। আইপিএল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-সব স্তরেই বোলারদের ত্রাস হয়ে উঠেছে 'বেবি বস'। কিন্তু এই অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে জিনিসটা অবধারিতভাবে চলে আসে, সেটা হলে প্রতিভার অপমৃত্যুর আশঙ্কা। অতীতে দেখা গিয়েছে বহু বিস্ময় প্রতিভা শুধু উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে হারিয়ে গিয়েছে। বৈভবের ক্ষেত্রে যাতে তেমন কিছু না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে মরিয়া বিসিসিআই।

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে ভারতীয় বোর্ডের 'রিভিউ' বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে বৈভবকে নিয়ে। যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং দুই ফরম্যাটের অধিনায়ক শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ার। ছিলেন সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের (সিওই) প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণও। ওই বৈঠক শেষে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলে দেন, বৈভব বা তার মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের উপর বাড়তি নজর দিচ্ছে ভারতীয় বোর্ড। বস্তুত কোনও ক্রিকেটার যাতে একটা বা দু'টো সিরিজের পর হারিয়ে না যান, সেটা নিশ্চিত করতে চায় বিসিসিআই।

বোর্ড সচিব বলেন, "১৫ বছরের একজন ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে এভাবে সাফল্য পাচ্ছে, এটা আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার। তবে আমরা খুব সাবধানে পা ফেলছি। ও যাতে আগামী দিনে সাফল্য ধরে রাখতে পারে সেজন্য ওকে সবদিক থেকে নজরে রাখা হচ্ছে। আমরা চাই বৈভব সূর্যবংশী বা অন্য প্রতিভাবান তরুণরা শচীন তেণ্ডুলকরের মতো দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করুক। আমরা বৈভবকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ওকে সবরকমভাবে সাহায্য করা হবে। বোর্ড ওর প্রতিটি পদক্ষেপে নিবিড়ভাবে নজর রাখছে।"আসলে রেকর্ড ও বৈভব সূর্যবংশী যেন সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই 'বেবি বস' এমন কিছু নজির গড়ে ফেলেছে, যা ভাঙা কার্যত অসম্ভব। দু'বছর হল ভারতীয় ক্রিকেটের চর্চায় এসেছে। অনূর্ধ-১৯ থেকে শুরু করে সিনিয়র আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছে। ভারতের কনিষ্ঠতম পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হয়েছে বৈভবের। জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে দলে সুযোগ পায় বৈভব। মাত্র ১৫ বছর ৯৯ দিনে ভারতীয় দলে সুযোগ পায়। এর আগে শচীন তেণ্ডুলকর ১৬ বছর ২০৫ দিনে ভারতের জার্সি পরেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই শচীনের সঙ্গে তাঁর তুলনাটা চলেই আসছে।

রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু উদয়পুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের রাজ্য ক্রিকেটের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল চারটি রোমাঞ্চকর ম্যাচ। শুক্রবারের এই প্রতিযোগিতায় লিগ পর্বের ম্যাচগুলোতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন প্রতিযোগীরা। দিনভর বিভিন্ন গ্রাউন্ডে বোলার ও ব্যাটারদের আক্রমণাত্মক ও নিয়ন্ত্রিত নৈপুণ্যে এক অন্যরকম আমেজ তৈরি হয় রাজ্যজুড়ে।গ্রুপ এ-র ম্যাচে উদয়পুর ৬ উইকেটে সাবরুমকে এবং গ্রুপ সি-তে তেলিয়ামুড়া ১০ উইকেটে জিরানিয়াকে পরাজিত করে বড় জয় তুলে নিয়েছে। পাশাপাশি গ্রুপ বি-র খেলায় কমলপুরকে হারিয়ে খোয়াই ১ উইকেটে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, উদয়পুরের জামজুরি মাঠে গ্রুপ ডি-র ম্যাচে মোহনপুর বিশাল ২৫৪৭ রানের ব্যবধানে কৈলাশহরকে পরাজিত করেছে। মোহনপুরের দেওয়া বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কৈলাশহর মাত্র ৭ রানে গুটিয়ে যায়।ম্যাচগুলোতে অসাধারণ ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সুবাদে সেরার খেতাব অর্জন করেছেন প্রমিলা ক্রিকেটাররা। উদয়পুরের জয়ের পথে পূজা দাস ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে এবং সায়ন্তিকা সূত্রধর ৩১ রান করে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন। এছাড়া খোয়াইয়ের প্রিয়া সূত্রধর ৩টি উইকেট দখল করেন, তেলিয়ামুড়ার জয়ে সেবিকা দাস মাত্র ১৪ রান খরচ করে ৬টি উইকেট তুলে নেন এবং মোহনপুরের পারমিতা চক্রবর্তী কোনো রান না দিয়েই ৫ উইকেট শিকার করে এক দুর্দান্ত নজির গড়েন।

বুমরাহের ফিটনেস নিয়ে এখনও সংশয়, আফগানিস্তান সিরিজের জন্য তৈরি রাখা হচ্ছে এক জনকে, ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আরও তিন

জসপ্রীত বুমরাহের ফিটনেস নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য তৈরি রাখা হচ্ছে প্রিন্স যাদবকে। বুমরাহ ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে, তাঁকে খেলানো হবে না। চোটের জন্য খেলার বাইরে থাকা অন্য ক্রিকেটারদেরও পরীক্ষা দিতে হবে।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুমরাহ ছাড়াও ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং হর্ষিত রানাকে পরীক্ষা দিতে হবে। শুধু ফিটনেস পরীক্ষা নয়, তাঁদের ম্যাচ সিমুলেশন পরীক্ষাও হবে।

প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের ধকল তাঁরা নিতে পারবেন না কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা। সব কিছু ঠিক থাকলে তবেই এই চার ক্রিকেটারকে খেলার ছাড়পত্র দেওয়া হবে। চিকিৎসকদের রিপোর্ট পাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অজিত আগরকরেরা।

বিসিসিআইয়ের এক কর্তা ওই সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মেডিক্যাল টিম গত সপ্তাহে নির্বাচকদের রিপোর্ট পাঠিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, চার জনের কারও ফিটনেস নিয়ে সমস্যা নেই। তবে প্রস্তুতি ম্যাচে দেখে নেওয়া হবে তাঁরা ধকল নিতে পারছেন কিনা। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ৪ থেকে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে একাধিক অনুশীলন ম্যাচ খেলানো হবে। চিকিৎসকেরা মনে করছেন, চার জনই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন। তা-ও চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার আগে সব কিছু ভাল ভাবে খতিয়ে দেখে নেওয়া হবে।"

দিল্লিতে শ্রেয়স আয়ারেরা পৌঁছোবেন ১০ সেপ্টেম্বর। বুমরাহ, ওয়াশিংটন, নীতীশ এবং হর্ষিত ছাড়পত্র পেলে বেঙ্গালুরু থেকে সরাসরি দিল্লি যাবেন। তবে তৈরি রাখা হচ্ছে প্রিন্সকেও। গত জুনে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক দিনের আন্তর্জাতিকে অভিষেক হয়েছিল প্রিন্সের। গত ২৫ জুলাই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন প্রিন্স। তাঁকে অবশ্য আগেই খেলার ছাড়পত্র দিয়েছেন বোর্ডের চিকিৎসকেরা।

ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ম্যাচ হবে। তিনটি ম্যাচই হবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

নিয়ম ভেঙেই মেসিকে সম্মান!

নিয়ম ভেঙেই লিওনেল মেসির জন্য থমকে গেল খেলা! গত ৩১ আগস্ট আন্তর্জাতিক অবসরের ঘোষণা করেছেন এলএম১০। সদ্য প্রাক্তন অধিনায়ককে সম্মান জানাতে আগামী সপ্তাহে বিশেষ পরিকল্পনা করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করলেন না সমর্থকেরা। কোপা আর্জেন্টিনার ম্যাচেই মেসিকে সম্মান জানালেন তাঁরা। পরিস্থিতি এমনই হল যে, ম্যাচ পর্যন্ত থামিয়ে দিতে হল রেফারিকে।আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের পরিকল্পনা ছিল, আগামী সপ্তাহে দেশের মাটিতে পুরুষ এবং মহিলাদের ম্যাচগুলিতে খেলা শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় এক মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ রাখা হবে। সেই এক মিনিট মেসিকে সম্মান জানিয়ে হাততালি দেবেন দর্শকেরা। মেসির ১০ নম্বর জার্সির প্রতি সম্মান জানিয়েই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তর সইল না আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রেমীদের।কোপা আর্জেন্টিনার কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল বোকা জুনিয়র্স এবং ভেলেজ সার্সফিল্ড। খেলার ১০ মিনিট পেরতেই এস্তাদিয়ো মারিয়ো আলবার্তো কেম্পেসের গ্যালারি থেকে ভেসে এল 'মেসি, মেসি' ধ্বনি। ক্রমে সেই শব্দব্রহ্ম ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্টেডিয়ামে। পরিস্থিতি বুঝে খেলা থামিয়ে দেন রেফারি। দু'দলের ফুটবলারেরাও দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই ম্যাচে খেলছিলেন জাতীয় দলে মেসির দুই সতীর্থ লিওনার্দো পারেদেস এবং ম্যানুয়েল ল্যানজিনি। তাঁরাও সতীর্থের প্রতি সম্মান জানান। হাততালি দেন মাঠে থাকা ফুটবলারদের অনেকেই। গ্যালারিতে তখন শুধুই মেসির নাম।মেসির অবসরের ঘোষণার পর দেশের ফুটবলমহলে যে আবেগ তৈরি হয়েছে, তারই আরও ছবি দেখা গেল এই ম্যাচে। মেসিকে সম্মান জানানোর সেই মুহূর্তের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য, আগস্টের শেষ দিন আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সি তুলে রেখেছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে স্পেশাল ট্রিবিউট জানাতে সপ্তাহান্তে সেদেশের ফুটবলের প্রায় প্রতিটি স্তরের ম্যাচেই এক মিনিটের জন্য থামবে খেলা। যেসব স্টেডিয়ামে জায়ান্ট স্ক্রিন রয়েছে, সেখানে ম্যাচ শুরুর আগেই দেখানো হবে মেসিকে নিয়ে এএফএ-র বিশেষ ভিডিও। যদিও এর আগেই মেসিকে সম্মান জানাল সমর্থকরা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জন্মাষ্টমী ঃ উৎসবের প্রস্তুতি

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত পথচারী

তেলিয়ামুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর: বাজার করতে বেরিয়ে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক পথচারী। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত তুইচিনদ্রাই বাজার এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম বিবেক রঞ্জন দে (৪৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বাজার করার জন্য তুইচিনদ্রাই বাজার এলাকায় এসেছিলেন বিবেক রঞ্জন দে। সেই সময় একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আচমকা গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা ছুটে আসেন। পরে খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দফতরে। খবর পেয়ে কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করেন। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিবেক রঞ্জন দেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘাতক গাড়ি ও চালককে শনাক্ত করে তাদের সন্ধানে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কমলাসাগরে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

কমলাসাগর, ৪ সেপ্টেম্বর: ১৫ কমলাসাগর বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কাজারিয়া কমিউনিটি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেব রায়, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, জেলা উত্তরের যুব মোর্চার সভাপতি সৈকত সাহা, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব এবং যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি অরিন্দম দেব। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেব রায় বলেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষকে প্রতিদিন নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ড্রেসিংরুম তৈরিতে ২.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ সাংসদ রাজীবের

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য ড্রেসিংরুম তৈরির উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। মহিলা খেলোয়াড়দের দীর্ঘদিনের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নিজের সাংসদ তহবিল থেকে ড্রেসিংরুম নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন তিনি।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়াঙ্গন। এখানে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য উপযুক্ত ড্রেসিংরুমের অভাব ছিল দীর্ঘদিনের সমস্যা।

এই পরিস্থিতিতে মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য পৃথক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ড্রেসিংরুম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাংসদ তহবিল থেকে বরাদ্দ অর্থে প্রস্তাবিত পরিকাঠামো গড়ে উঠলে মহিলা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মহিলা ক্রীড়াবিদদের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহলের আশা, নতুন ড্রেসিংরুম তৈরি হলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য আরও উন্নত ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

ধর্মনগরে ‘কার্টেল’-এর গণেশ পূজার খুঁটি পূজা সম্পন্ন, উপস্থিত বিধায়ক জহর চক্রবর্তী

ধর্মনগর প্রতিনিধি, ৪ সেপ্টেম্বর: শুভ জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে ধর্মনগরের উদ্যমী যুবকদের পরিচালিত সংস্থা ‘কার্টেল’-এর উদ্যোগে শ্রীশ্রী গণেশ পূজার শুভ খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার সকালে।

ধর্মনগরের বিবিআই খেলার মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানান বিধায়ক। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শুভ জন্মাষ্টমীর এই পুণ্যক্ষণে ধর্মনগরের যুব সম্প্রদায় মঙ্গল ও উন্নতির প্রতীক ভগবান গণেশের আগাম পূজার উদ্দেশ্যে খুঁটি পূজার আয়োজন করেছে। ভগবান গণেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রতীক। তাঁর আশীর্বাদে ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা তথা সমগ্র ত্রিপুরা যেন উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে, সেই কামনাও করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, গণেশের কৃপায় সমাজে একতা, সুশাসন ও সুন্দর পথচলা অব্যাহত থাকুক। পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন বিধায়ক।

গণেশ পূজার দিনগুলিতে ধর্মনগর ও আশপাশের এলাকার পুণ্যার্থীদের ধর্মনগরে এসে গণেশ দর্শন এবং আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

শেষে “গণপতি বাপ্পা মোরিয়া” ধ্বনির মাধ্যমে এবং এলাকার সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন বিধায়ক। উল্লেখ্য, ‘কার্টেল’ সংস্থার উদ্যোগে এবারই প্রথম গণেশ পূজার আয়োজন করা হচ্ছে।

এদিন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিবেশে সম্পন্ন হয় পূজার শুভ খুঁটি পূজা অনুষ্ঠান।

আগরতলায় রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: আজ আগরতলার গাঙ্গাইল রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে ”রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস” এবং ”রামকৃষ্ণ মিশন সেন্টার ফর হিউম্যান এক্সেলেন্স”-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো। ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি রাজ্যে সুসংবদ্ধ বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণের সূচনা করল। এই কেন্দ্রটি শিক্ষার্থীদের জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, জাপানি এবং ইংরেজির মতো বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেসের অধ্যক্ষা সবুজকলি সেন এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে, আইএএস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে কলকাতার শিক্ষকমণ্ডলীও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ এই উদ্যোগটিকে ত্রিপুরার যুবসমাজের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য ত্রিপুরা সরকার ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সবুজকলি সেন বলেন যে, এই উদ্যোগটি ত্রিপুরার মানুষের জন্য বৃহত্তর বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি নতুন সুযোগ বা দ্বার উন্মোচন করেছে। তিনি শ্রোতাদের জানান যে, কলকাতার গোলপার্ক কেন্দ্রে বর্তমানে ২১টি ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং শীঘ্রই হিব্রু ও ডাচ ভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। তিনি আরও বলেন, ভাষা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করবে। জাপানি ও চীনা ভাষার মতো ভাষায় দক্ষতা অর্জন যুবকদের অনুবাদক হিসেবে কাজ করার এবং আয়ের সুযোগ করে দিতে পারে।

অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে. এই উদ্যোগটিকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম ও অনন্য বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন ও ত্রিপুরা সরকারের এই যৌথ প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের ভাষা শেখার সুযোগ করে দেবে এবং বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী”র ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি বলেন, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তরুণদের কেবল কর্মসংস্থানের সুযোগই করে দেবে না, বরং তাদের জীবনে মর্যাদা ও নৈতিক বিকাশেও সহায়তা করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন এবং ভাষা-নির্ভর অন্যান্য শিল্পে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করবে।

জন্মাষ্টমীতে নৃসিংহ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে শ্রীমায়াপুর চন্দ্র মন্দিরের শুভ সূচনা

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: পরম পবিত্র জন্মাষ্টমীর তিথিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু হল জি.বি. বাজার সংলগ্ন শ্রীমায়াপুর চন্দ্র মন্দির (শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সেন্টার)-এর। শুক্রবার অগণিত ভক্ত, এলাকাবাসী ও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে নৃসিংহ যজ্ঞের মাধ্যমে মন্দিরটির শুভ সূচনা করা হয়।

মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এদিন জি.বি. বাজার, জগৎপুর-সহ পার্শবর্তী এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। জন্মাষ্টমীর মতো পবিত্র তিথিতে নতুন এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হওয়ায় ভক্তদের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা, অভিভাবক, ভক্ত-অনুরাগী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। তাঁদের মতে, নতুন এই মন্দির ভবিষ্যতে শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনার স্থান হিসেবেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, পুজোর প্রস্তুতি তে ব্লু লোটাস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। ৯ বনমালিপুরের অন্যতম প্রাচীন ক্লাব ব্লু লোটাস এর উদ্যোগে প্রতিবারের মতই এবছরেও সারম্বরে দুর্গোৎসব এর আয়োজন হতে চলেছে। যার প্রস্তুতির শুভ সূচনা হয়ে গেল শুক্রবার খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে। বেলা ১১টায় ক্লাব প্রাঙ্গনে খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়। উপস্থি ছিলেন ক্লাব সভাপতি নবেন্দু ভট্টাচার্য, পুজো কমিটির সভাপতি শিব সংকর সেন, সম্পাদক কাজল সুত্রধর, ক্লাব কনভেনার কিশাঞ্জিত কর্মকার সহ এলাকার মহিলা ও ক্লাব সদস্যরা। এবারের পুজোয় গ্রাম বাংলার হাড়িয়ে যাওয়া সংস্কৃতি কে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনাতেই সেজে উঠবে মন্দপ। স্বল্প বাজেটের পুজো হলেও দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করবে , এমনটাই আশাবাদী উদ্যোক্তারা। এছাড়াও পুজোর দিন গুলিতে বস্ত্র বিতরণ সহ নানা সামাজিক উদ্যোগ গৃহীত হবে বলেও জানিয়েছেন পুজো কমিটির সম্পাদক। তাছাড়া ক্লাব সভাপতি নবেন্দু ভট্টাচার্য পুজওর আয়োজন নিয়ে সার্বিক ভাবে বলতে গিয়ে আরও জানান -

লাটিয়াপুড়ায় মনু নদীর বাঁধ পরিদর্শনে টিঙ্কু রায়, নিরাপত্তা ও বাঁধ সুরক্ষায় গুরুত্ব

কৈলাসহর, ৪ সেপ্টেম্বর: কৈলাশহরস্থিত লাটিয়াপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মনু নদীর বাঁধ পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। বর্ষার সময় নদীভাঙন ও বাঁধের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন বলে জানা গেছে।

পরিদর্শনকালে বাঁধের বর্তমান পরিস্থিতি, নদীভাঙনপ্রবণ এলাকা এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখেন তিনি। পাশাপাশি নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়।

জনসাধারণের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাঁধের সুরক্ষা, প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং প্রতিরোধমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে আলোচনা করেন টিঙ্কু রায়।

বর্ষার সময় মনু নদীর জলস্তর বৃদ্ধি ও নদীভাঙনের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি এবং দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঁধের দুর্বল অংশগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ময়দানে সিপিআইএম, কমলপুরে ছয় ভিলেজ কমিটিতে মিছিল করে মনোনয়ন পেশ

কমলপুর, ৪ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান শাসকদল ও শরিক দলের মধ্যে জোট নিয়ে জটিলতা কাটার আগেই ময়দানে নেমে পড়ল সিপিআইএম। শুক্রবার কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী আর.ডি. ব্লকের অধীন ছয়টি ভিলেজ কমিটির জন্য দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিল সিপিআইএম।

এদিন দুর্গা চৌমুহনী বাজার থেকে জাতি-জনজাতি সমন্বয়ে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি দুর্গা চৌমুহনী এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ব্লক কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। এরপর রিটার্নিং অফিসারের কাছে ছয়টি ভিলেজ কমিটির সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র দাখিল কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা সিপিআইএম সম্পাদক অঞ্জন দাস, সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অমর ভট্টাচার্য, উপজাতি নেতা বদরভোম হালাম এবং নারী নেত্রী কল্যাণী রায়-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধলাই জেলা সিপিআইএম সম্পাদক অঞ্জন দাস রাজ্যের বর্তমান সরকার ও তিপ্রা মথার সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, জোট সরকারের গত সাড়ে আট বছরে রাজ্যে দুর্নীতি বেড়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন সমস্যায় সাধারণ মানুষ চাপে রয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

অঞ্জন দাসের দাবি, রাজ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তার বড় অংশই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছে। তাই আগামী দিনে রাজ্যে পুনরায় বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়ছে বলেও দাবি করেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রার্থীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে জনগণের সহযোগিতার পাশাপাশি প্রশাসনকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে বলে জানান তিনি।

অঞ্জন দাস আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শেষবার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ভোটকে গণতন্ত্রের উৎসব হিসেবে দেখা হতো। বর্তমানে সেই পরিবেশ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে, এদিন মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই সিপিআইএম প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

রেভারেন্ড ফাদার ইমানুয়েল কাল্লারাকাল, সি.এস.সি.-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: রেভারেন্ড ফাদার ইমানুয়েল কাল্লারাকাল, সি.এস.সি.-এর প্রয়াণের পূর্ব ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, হলি ক্রস মণ্ডলীর উত্তর-পূর্ব ভারত প্রদেশ, এই প্রয়াত ধর্মযাজক ও শিক্ষাবিদের সর্বসাধারণের দেখার ব্যবস্থা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন ঘোষণা করেছে।

ফাদার ইমানুয়েলের নশ্বর মরদেহ সর্বসাধারণের দেখার জন্য রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, আগরতলার দুর্জয়নগরে অবস্থিত হলি ক্রস প্রভিন্সিয়াল হাউসে দুপুর ২:৩০টা থেকে বিকেল ৪:৪৫টা এবং সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত রাখা হবে। সর্বসাধারণের দেখার ব্যবস্থা সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ৭:৩০টা থেকে সকাল ৯:৩০টা পর্যন্ত আগরতলার হলি ক্রস স্কুলে অব্যাহত থাকবে। আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, সকাল ১০:০০ টায় আগরতলার হলি ক্রস স্কুলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর হলি ক্রস কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সহকর্মী, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সাধারণ জনগণ ফাদার ইমানুয়েলকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ও বিদায় জানাতে আমন্ত্রিত। ফাদার ইমানুয়েল আগরতলার হলি ক্রস স্কুলের উপাধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষ হিসেবে এবং আগরতলার হলি ক্রস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর বহু বছরের নিবেদিত সেবার মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরার হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর মনকে আলোকিত করেছেন এবং তাদের জীবনকে গড়ে তুলেছেন।

এস আই আর কুমারঘাটে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকা সঠিক, নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে তৈরী করতে সারা রাজ্যের সাথে কুমারঘাট মহকুমার ৫০-পাবিয়াছড়া (এস সি) ও ৫১-ফটিকরায় (এস সি) বিধানসভা কেন্দ্রের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস আই আর)-২০২৬ আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এস আই আর প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে গতকাল কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক তথা নির্বাচন নিবন্ধীকরণ আধিকারিক (ইলেক্ট্রোরাল রেজিস্ট্রেশান অফিসার) এন এস চাকমার অফিস কক্ষে একটি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় বৈঠকে বি জে পি, সি পি আই (এম), আই এন সি এবং তিপরা মথা দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বৈঠকে অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ডেভিড হালাম, ডি সি এম গোবিন্দ সরকার উপস্থিত ছিলেন। সর্বদলীয় বৈঠকে ইআরও তথা মহকুমা শাসক এন এস চাকমা এস আই আর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এস আই আর হল নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় যাতে কোন ভুল না থেকে এবং তা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শেষবার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হয়েছিল ২০০৫ সালে। তাই ২০০৫ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি বর্ষ ধরে এবারও বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হবে। তিনি বলেন, ৩১ আগস্ট, ২০২৬ অনুযায়ী ৫০-পাবিয়াছড়া (এস সি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৫০,৬৮৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২৫,১৩৯ জন, মহিলা ভোটার ২৫,৫৪৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ২ জন। অন্যদিকে, ৫১-ফটিকরায় (এস সি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৫,৯১৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২৩,০৭৯ জন, মহিলা ভোটার ২২,৮৩৮ জন। এই ভোটার তালিকায় ১.১০.২০২৬ তারিখে যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাদের মধ্যে যারা অনলাইনে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করেছেন তাদের নামও রয়েছে। এই ভোটার তালিকার উপরেই হবে এস আই আর। তিনি আরও বলেন, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরায় এই কর্মসূচি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। সেই অনুযায়ী আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এস আই আর-এর প্রস্তুতি, এই কাজে নিযুক্তদের প্রশিক্ষণ, ভোটার তালিকা ছাপানো ইত্যাদির কাজ চলবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ এবং সংগ্রহ করবেন। ২১ অক্টোবর, ২০১৬ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর, ২০১৬ প্রকাশিত খসড়া তালিকার উপর দাবি/আপত্তি গ্রহণ করা হবে।

ছনমুড়ি ব্রিজের ছড়ায় আবর্জনার স্তূপ, দূষিত জল ঢুকছে কৃষিজমিতেক্ষতির মুখে কৃষক

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: মানুষের অসচেতনভাবে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে সমস্যায় পড়েছেন বামুটিয়া ব্লকের লক্ষীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক কৃষক। আগরতলা—বামুটিয়া প্রধান সড়কের ছনমুড়ি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ছড়ায় আবর্জনা ফেলার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় কৃষক নৃপেন্দ্র সরকার জানান, ছনমুড়ি ব্রিজের পাশেই তাঁর বাড়ি এবং সেখানে প্রায় আড়াই কানি কৃষিজমি রয়েছে। এই জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করে তাঁর সংসার চলে। কিন্তু ব্রিজ সংলগ্ন ছড়ায় রাতের অন্ধকারে কে বা কারা নিয়মিত ময়লা-আবর্জনা, প্লাস্টিকের বোতলসহ বিভিন্ন বর্জ্য ফেলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

বৃষ্টির সময় ছড়ার জল বেড়ে গেলে ওই আবর্জনা ভেসে তাঁর কৃষিজমিতে ঢুকে পড়ে। এর ফলে জমির পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি চাষাবাদেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান তিনি। অনেক সময় জমি ও আশপাশের এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বলেও অভিযোগ করেন কৃষক নৃপেন্দ্র সরকার।

তিনি জানান, বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

ফলে বাধ্য হয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

কৃষকের দাবি, ছড়ায় যাতে কেউ আবর্জনা ফেলতে না পারে সে বিষয়ে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি জমিতে ঢুকে পড়া বর্জ্য পরিষ্কার এবং জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে জলাশয় ও ছড়ায় আবর্জনা না ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

লেমনগ্রাস ব্রিকেট তৈরির প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

চড়িলাম,৪ সেপ্টেম্বর: এনবি ইনস্টিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজি এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে লেমনগ্রাস ব্রিকেট তৈরির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায় শুক্রবার সিপাহীজলা জেলায় মধ্যেরমুড়ায় আয়োজিত কর্মশালায় গ্রামীণ মহিলা এবং ছাত্রীরা অংশ নেন। পর্যায়ক্রমে লেমনগ্রাস চাষের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় অর্কনীড়ে। লেমনগ্রাসের রস প্রসাধনী সামগ্রী এবং সুগন্ধি তৈরির কাজে লাগে। ইতিমধ্যে লেমনগ্রাসের তেল বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে মহিলারা। লেমনগ্রাস থেকে তেল সংগ্রহ করার পর ঘাসের অবশিষ্ট অংশ এমনিতেই নষ্ট হয়। এবার এই লেমনগ্রাসের অবশিষ্টাংশ কাজে লাগিয়ে লেমনগ্রাস ব্রিকেট তৈরির প্রশিক্ষণ চলছে। এই ব্রিকেট জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এতে লেমনগ্রাস চাষিরা যেমন তেল বিক্রি করতে পারবে তেমনি ঘাসের অবশিষ্ট অংশ ব্রিকেট তৈরি করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। এতে করে গ্যাস, বিদ্যুৎ বা কেরোসিন সাশ্রয় হবে। এই জ্বালানি পরিবেশ বান্ধব।

প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে এনবিআইআরটি এর সভাপতি ড: শান্তিপদ গন চৌধুরী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন ভারত সরকার গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য কাজ করছে। লেমনগ্রাস চাষের উপযুক্ত মাটি রয়েছে রাজ্যে। এর বাজার রয়েছে। এছাড়া লেমনগ্রাস ব্রিকেট জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের কারণে পরিবেশের ক্ষতি খানিকটা হলেও হ্রাস পাবে। এই প্রজেক্টের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরের দায়িত্বে ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড: সাওন রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের লেমনগ্রাস প্রজেক্ট কো প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ড: রিচিক ঘোষ ঠাকুর , অর্কনীড়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট কপিল বরণ ভৌমিক , কার্যকরী সদস্য মোহিত লাল আচার্য প্রমুখ। কার্যক্রমে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন রিসার্চ স্কলার উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মেলাঘর টাউন হলে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস-২০২৬ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: মেলাঘর আইসিডিএস প্রকল্পের উদ্যোগে গতকাল মেলাঘর টাউন হলে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস-২০২৬ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নলছড় পঞ্চায়েত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas